ধ্রুব-চরিত্র।

দৃশ্য-কাব্য।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
প্রণীত।

ভবানীপুর।
ওরিএণ্ট্যাল প্রেসে মুদ্রিত।

ইং ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে
রেজেষ্টারি করা হইল।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু ললিতামোহন দত্ত

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহাশয়,

ধ্রুব-চরিত্র লিখিয়া সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিব সে আশা আমার নাই। হরিনামে আপনার বড় আনন্দ, তা-ই হরিগত-প্রাণ ধ্রুবকে আজ্ আপনার করে সমর্পণ করিলাম; ভরসা হরিনাম—আর আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম স্নেহ, এক্ষণে ধ্রুব আপনার হৃদয়ে কণামাত্র আনন্দ উৎপাদনে সক্ষম হইলেও আমি চরিতার্থ হইব, ইতি।

ভবানীপুর। }
১লা বৈশাখ, ১২৯৯ সাল। }

স্নেহানুগত
শ্রীশ—

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ।

কমলা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ, যম, নারদ, দেবদূত, মায়াধর, অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

পুরুষগণ।

উত্তানপাদ	...	...	রাজা।
উত্তমকুমার	...	...	সুরুচির গর্ভজাত পুত্র।
ধ্রুব ...	...	...	সুনীতির গর্ভজাত পুত্র।

মন্ত্রী, প্রতিহারী, কঞ্চুকী, মুনিবালকগণ, মায়ারাক্ষসগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুনীতি	...	...	...	প্রথমা মহিষী।
সুরুচি	...	...	...	দ্বিতীয়া মহিষী।
বিমলা } চপলা }	...	...	...	সুরুচির সখীদ্বয়।

মুনিপত্নী, মায়াসুনীতি ইত্যাদি।

ধ্রুব-চরিত্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(ফুলের সাজি হস্তে গান করিতে করিতে
চপলা ও বিমলার প্রবেশ।)

গীত।

কি শোভা হ'ল কাননে, (আহা মরি মরি)
বসন্তেরি আগমনে।

ফুল্ল ফুলে হেলে দুলে, খেলিছে মলয় হিল্লোলে,
সৌরভ বিলা'য়ে চলে, মৃদু মন্দ সমীরণে।
কোকিল কোকিলা সনে, প্রেম-মাতোয়ারা প্রাণে,
গাইছে পঞ্চম তানে, মজা'তে বিরহী জনে।

বিম। ভাই চপলা, আজ্ আমাদের প্রমোদ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে; চারিদিকে বৃক্ষ লতার নুতন পাতা—নূতন পল্লব, তায় আবার নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে গাছ গুলিকে যেন ঢেকে রেখেছে।

চপ। সত্যি ভাই, আমাদের মহারাজ যখন দেশে দেশে প্রজাদের দেখ্‌তে যান, তখন প্রজারা যেমন সাজ পোষাক ক'রে, ভাল ভাল জিনিসের উপহার নিয়ে মহারাজকে দেখ্‌তে আসে, ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে বৃক্ষ লতারাও যেন সেই রকম সেজে গুজে, ভাল ভাল ফুলের উপহার নিয়ে এসেছে।

বিম। (সহাস্যে) বাঃ—তুই যে ভাই দেখ্‌ছি একজন কবি হ'য়ে উঠ্‌লি, দেখিস্—যেন রাণীর সভা থেকে আবার রাজসভায় ধ'রে নিয়ে না যায়।

চপ। বেশ্-ত, পদের উন্নতি হবে, আর তা হ'লে আমার সুপারিশে তুই-ই বা কোন্ না একটা মন্ত্রি ফন্ত্রি হ'তে পার্‌বি।

বিম। তা ভাই, আমাদের মহারাজ যে রকম মেয়েমুখো, তাতে আমরা সভাসদ হ'লেই ঠিক্ শোভা পায়।

চপ। চুপ কর্ ভাই, আবার কে কোত্থেকে শুন্‌বে; একে-ইত আমরা বড় রাণীকে ভালবাসি মনে করে ছোটরাণী আমাদের প্রতি ভাল ব্যভার-ই করেন না।

বিম। তা ব'লে ভাই কি ক'রব? যে ভাল, তাকে কে না ভাল বাসে? এই-ত ছোট রাণীর মন যুগিয়ে চ'ল্‌তে আমাদের হাড় কালি হ'চ্ছে; বড় রাণীর ভাই আর কি করেছি? তাঁর সঙ্গে একটী কথা কইতে দেখ্‌লেও ছোটরাণী যেন বাঘিনীর মত ঘাড়ে প'ড়্‌তেন, কৈ তাতে-ও ত বড়রাণী একটী দিনের তরেও আমাদের অযত্ন করেন নি, ঠিক যেন পেটের মেয়ের মত দেখ্‌তেন।

চপ। সে কথা আর ব'ল্‌তে; সত্যি ভাই, বড় রাণীর জন্যে বড়ই কষ্ট হয়; তাঁর গুণের কথা মনে হ'লে, এক এক সময় এম্নি ইচ্ছে হয়, যে বনে গিয়ে তাঁর সেবা করি। আহা, রাজার মেয়ে—রাজ-রাণী কখন দুঃখের মুখ দেখেন নি, এখন সতীনের জন্যে বনবাসিনী হ'য়ে না জানি কত কষ্টই পা'চ্ছেন!

বিম। বড়রাণীকে বনে পাঠিয়ে অবধি মহা-রাজ নাকি বড় কাতর হয়েছেন।

চপ। তুই-ও ভাই যেমন পাগল. বড় রাণীর উপর রাজার যদি তেমন টান্-ই থাক্‌বে, তা হ'লে তাঁর বনে যেতে হবে কেন?

বিম। মন্ত্রি মশায় সেদিন বল্‌ছিলেন, যে ছোট রাণী কৌশল ক'রে মহারাজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন, তাতে-ই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে বড় রাণীকে বনে পাঠাতে হ'ল।

চপ। আ-হা-হা, তুই কিনা হাবা, তাতে-ই ও কথা মনে আন্‌ছিস। মহারাজ প্রায় কচি খোকাটী—আড়্ কোলে দুধ খান, তা-ই ছোটরাণী ভুলিয়ে ভালিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। ওলো—তা নয়লো তা নয়, ছোটরাণীর বয়েস কাঁচা, বড়রাণীর যে মধু শুকিয়ে গেছে।

বিম। সত্যি ভাই, পুরুষ জাত্‌টেকে পরমেশ্বর যেন কেবল ছলনা দিয়েই গড়িয়েছেন। আগে, জানিস্‌ত ভাই, বড় রাণীকে একতিল না দেখ্‌লে, মহারাজ যেন চারিদিক্ আঁধার দেখ্‌তেন; ছেলে হ'লনা ব'লে বড় রাণী-ই ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজার আবার বিয়ে দিলেন। আহা! তখন ত জা'ন্‌-তেন না, যে সেই বিয়েই তাঁর কাল্ হবে।

চপ। তা কি বুঝ্‌তেন না—বুঝ্‌তেন, তবে তিনি

কিনা বড় ভাল ছিলেন, তাতে-ই নিজের ভাল মন্দ না ভেবে, যাতে রাজার বংশ রক্ষা হয়, তার-ই উপায় ক'র্‌তে গেলেন। তা ভাই ব'ল্‌তে কি, তেমন লোক আর হবেনা। এই ত ছোটরাণী সতীন—তায় আবার কত রকমে জ্বালিয়েছেন, কিন্তু জানিস্ ত ভাই, একটী দিনের তরেও বড়রাণী ছোটরাণীকে অযত্ন করেননি; যখন যে জিনিসটী ভাল দেখেছেন, ছোটরাণীকে আগে দিয়েছেন—ঠিক যেন মায়ের পেটের বোনের মত ভাবতেন।

বিম। ও-ভাই, যতই যত্ন কর, সাপ্ কি কখন পোষ মানে? বাগে পেলে ছোবল্ মা'র্‌বেই মা'র্‌বে। যাক্ ভাই, বড়রাণী এখন কোথায় আছেন, জানিস্?

চপ। হাঁ, শুনেছি নিকটেই কি একটা বন আছে, সেখানে অনেক মুনি ঋষি থাকেন, সেখানেই তাঁকে রেখে এসেছে। বনে বনে কেবল কেঁদে কেঁদেই বেড়াচ্ছিলেন, পরে মুনি ঋষিরা জা'ন্‌তে পেরে তাঁকে খুব যত্নে রেখেছেন।

বিম। ঐ-যা, কথায় কথায় সব ভুলে গেছি; ছোটরাণীর যে পূজোর সময় হ'ল। আয় ভাই, নিকটের এই ফুল গুলোই তুলে নিয়ে যাই।

(ব্যস্তভাবে উভয়ের পুষ্পচয়ন)

চপ। এই ফুলেই অনেক হবে, চল আর বিলম্বে কাজ নেই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।—রাজপ্রাসাদ, নিভৃত কক্ষ।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। (স্বগতঃ) সুনীতিকে নির্ব্বাসিত ক'রে অবধি আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে, সর্ব্বদাই মনে হ'চ্ছে যেন কি একটা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করেছি। (পরিক্রমণ) দুষ্কর্ম্ম নয়-ই বা কেমন করে? বিনা অপরাধে পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর চিরনির্ব্বাসন—এর চেয়ে আর অধিক পাপের কায কি হ'তে পারে? ওহঃ! বিবাহ অবধি এ পর্য্যন্ত একটী দিনের জন্যেও সুনীতি কোন অপ্রিয় কার্য্য করেন নি, বরং কিসে আমি সুখী হব সেই চিন্তাই তাঁর হৃদয়ে অহর্নিশি জাগরূক ছিল। সন্তান হ'লনা ব'লে, তাঁরি অনুরোধ আর উত্তেজনায় পুনরায় বিবাহ ক'র্‌লেম্; আমার-ই বংশের মঙ্গল কামনায় সপত্নীরূপ বিষবৃক্ষ সুনীতি স্বহস্তে রোপণ ক'র্‌লেন—এখন তার-ই ফলে নিজে জর্জ্জরিত হ'চ্ছেন, কিন্তু তথাচ আমার সুখ-স্বচ্ছন্দ-ই তাঁর লক্ষ্য। ওহঃ! সুরুচি, কেন এমন

নিদারুণ প্রতিজ্ঞাপাশে আমাকে বদ্ধ ক'র্‌লে? তুমি-ইত সুনীতির কাছ থেকে আমার হৃদয় কেড়ে নিয়ে, তাতে একাধিপত্য ক'র্‌ছিলে, কৈ তাতে-ত তিনি এক মূহুর্ত্তের জন্যেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি—তাতে-ওত তিনি কখন তোমাকে অযত্ন করেন নি। ওহঃ! সুনীতি ত্যাগস্বীকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন—মনুষ্য-জগতে এমন দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুর্লভ। সুনীতি—দেবী, এমন দেবী-প্রতিমা আমি বিনা দোষে বিসর্জ্জন দিলেম; না জানি আমার এই বিষম অবিচারের জন্য সুনীতি কতই মনোবেদনা পেয়েছেন—প্রজাগণ সুনীতি নির্ব্বাসনের কথা শুনে, হয়ত আমাকে কতই ভৎসনা ক'র্‌ছে। ওহঃ! সুরুচি, কি সর্ব্বনাশই করলে। ঘোর অনু-তাপানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে, এ অনল আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না—অহর্নিশি এই অনলেই দগ্ধ হ'তে হবে। (পরিক্রমণ) সুনীতি সত্য সত্যই দেবী, আমার নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে প্রসন্ন মুখে স্বয়ং বন গমনের উদ্যোগ ক'র্‌লেন—পাছে আমি স্নেহের বশীভূত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, এই জন্যে আমাকে কত সান্ত্বনা করে গেলেন, সুনীতি সত্য সত্যই দেবী।　　[মন্ত্রির প্রবেশ।

মন্ত্রি। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। মন্ত্রি, কি সম্পদ কি বিপদ সর্ব্বত্রই তুমি আমার অনন্য অবলম্বন, সৎপরামর্শ দিয়ে তুমি আমাকে যে কত কত মহাবিপদ থেকে রক্ষা ক'রেছ তার সীমা নাই, কিন্তু সুনীতিকে নির্ব্বাসিত ক'রে অবধি আমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হয়েছে—বিষম অনুতাপানলে আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হ'চ্ছে, তাতে সদাই মনে হয়, যেন এমন বিপদে কখন পড়িনি।

মন্ত্রি। মহারাজ, গত বিষয়ের চিন্তা ক'রে এত অধীর হবেন না। জ্যেষ্ঠা রাজমহিষীর অদৃষ্টে যা ছিল তা-ই ঘটেছে; আপনি আর সে জন্য বৃথা অনুশোচনা ক'রে হৃদয়কে ব্যথিত ক'র্বেন না।

রাজা। বল কি মন্ত্রি—বৃথা অনুশোচনা! ওহঃ! মন্ত্রি, জ্ঞানকৃত পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে, আমাকে ব'লে দেও—আমার জীবন রক্ষা কর।

মন্ত্রি। (স্বগতঃ) ঘোর অনুতাপে দেখ্‌ছি মহারাজের চিত্তবিকার উপস্থিত হবার উপক্রম হয়েছে, এই সময়ে প্রতিবিধানের উপায় না ক'র্‌লে বিপদ ঘট্‌তেও পারে—এখন উপায় কি? (চিন্তা

করিয়া) আমার বোধ হয়, একবার বড়রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে মহারাজের মন অনেক সুস্থ হ'তে পারে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, বড়রাণীকে নিরপরাধে নির্ব্বাসিত করায় আমাদেরও হৃদয় বড় ব্যথিত হয়েছে, কিন্তু পাছে মহারাজের বিরক্তিভাজন হ'তে হয়, সেই আশঙ্কায় দাস এ সম্বন্ধে কোন কথাই ব'ল্‌তে সাহসী হয়নি। এখন আমার প্রার্থনা, যে মৃগয়া-ছলে বনে গমন ক'রে, মহারাজ স্বয়ং বড়রাণীকে সান্ত্বনা প্রদান করেন, তাতে আপনার চিত্ত অনেক পরিমাণে সুস্থ হ'তে পারে।

রাজা। চল মন্ত্রি, আমি এখনই গিয়ে সুনীতির কাছে, স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ব। তিনি আমাকে ক্ষমা না ক'র্‌লে, এ মহাপাতকের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। যাও মন্ত্রি, অবিলম্বে বন-গমনের আয়োজন কর।

মন্ত্রি। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য।

[মন্ত্রির প্রস্থান।

রাজা। মৃগয়া ছলে যাওয়াই ভাল। প্রকৃত ঘটনা সুরুচির কাছে গোপন রাখ্‌তে হবে। ওহঃ! আমি কি বিপদেই পড়েছি! [রাজার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।—বন, সুনীতির কুটীরের সম্মুখ।

(করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া সুনীতি উপবিষ্টা।)

সুনীতি। হায় বিধি! জন্ম জন্মান্তরে,
কত যে করেছি পাপ—কিছুই না জানি,
কাঁদায়েছি কত শত পতিপ্রাণা সতী—
করেছি বঞ্চিত সবে প্রিয়পতিধনে,
তাই বুঝি প্রতিফল—পূর্ণ ষোল কলা
দিতেছ বিধাতা আজি।
রাজার নন্দিনী আমি—
পতি মোর গুণধাম—বিক্রম কেশরী,
ছিলাম কতই সুখে—কত ভাল বাসিতেন পতি,
আহা স্মরিলে সে সব কথা, বড় ব্যথা পাই যে মরমে।
কোথা নাথ—কোথা আজি—রহিলে কোথায়?
কোথায় রহিল তব পূর্ণ ভাল বাসা?
জাননা কি তুমি, কত যে কাতর প্রাণ তব অদর্শনে!
রাজ্য, ধন, জন—কিছুই না চাই, লভুক সতিনী সব,
রব এই বনে—দুঃখ নাহি তায়
পাই যদি, সেবিতে ও চরণ দুখানি। (নীরবে রোদন।)

(মুনিপত্নীর প্রবেশ।)

মু-প। এই যে, রাজ-মহিষী এখানে।
(স্বগতঃ) আহা! পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী, পতিপ্রেমাগিনী,

পতিহারা হ'য়ে—যেন পাগলিনী প্রায়
ভ্রমিতেছে বনে বনে।
ক্ষুধা নাই—তৃষ্ণা নাই, কাঁদিয়ে কাটায় দিবারাতি।
কত যে বুঝানু—কিছুই না শুনে কানে;
ভয় হয় প্রাণে, সোনার কমল—আহা,
বুঝিবা শুকায় বিরহ-অনল তাপে।
(প্রকাশ্যে) রাজমহিষি,
উঠ প্রাণ সই—কেঁদনাক আর,
আহা! অশ্রুজলে ভাসে গণ্ডস্থল
রক্তবর্ণ আঁখি দুটি।
কিবা দিন কিবা রাতি—আত্মহারা হ'য়ে
কাঁদিছ সদাই বনে;
চাঁদ মুখ খানি গিয়াছে শুকায়ে—
কালিমা প'ড়েছে তায়। দেহ ক্ষীণ—
সোনার বরণ আহা হয়েছে মলিন।
অনাহারে, অনিদ্রায়—কাঁদিয়ে কেবলি,
কতদিন যাবে সখি? উঠ সই ক'রনা রোদন আর।

(অঞ্চল দ্বারা সুনীতির চক্ষু মার্জ্জনা।)

সুনী। (সরোদনে) কেন সই মুছাও নয়ন,
কাঁদিতে দিয়াছে বিধি, কাঁদিয়ে কাটাই নিশিদিন;
যতদিন না লবে শমন—কাঁদিব সদাই প্রাণসই।

সু,প। কেন সই অবোধ এমন—
যা ছিল ললাটে, হ'য়েছে পূরণ তাহা।

বিধাতার খেলা কে পারে বুঝিতে সখি ?
কে পারে বলিতে, কি আছে কপালে পুনঃ ?
এই তুমি কাঁদিতেছ আজি, কে জানে কালি কি হবে ?
রাজ রাজেশ্বরী তুমি—রাজ প্রিয়তমা,
বিষম বিরহ শেল অসহ ভাবিয়ে
হয়ত আসিবে রাজা বনে—
হৃদয়ের ধন পুনঃ লইতে হৃদয়ে।

স্থনী। কেন মিছে দিতেছ প্রবোধ সই ?
হেন দিন কভু মিলিবে কি আর
পাব দরশন পুনঃ প্রিয়পতি ধনে—
সেবিব চরণ তাঁর ?
কত যে করিনু পাপ—অভাগিনী আমি,
তা-ই পতিহারা হ'য়ে কাঁদি বনে বনে।

সু,প। বিধাতার লিপি, কে পারে খণ্ডাতে সই ?
মানুষের হাত নাহি তায়,
কিন্তু সখি জানিও নিশ্চয়—সুখ দুঃখ মানবেরই হয়,
কিন্তু সমভাবে নাহি রয় চিরদিন।
আজ রাজ্যেশ্বর যিনি, কা'ল্ তিনি পথের ভিখারী ;
যেই মুষ্টি ভিক্ষা তরে, ফিরি দ্বারে দ্বারে
কতই ব্যাকুল-প্রাণে আজি,
কা'ল সেই রাজ্যপতি—সংসারের রীতি এই।

স্থনী। পতিপ্রাণা সতী তুমি, জান ভাল পতি কি রতন,
পতির বিরহ জালা কত যে বিষম,

কেন তবে দিতেছ প্রবোধ, বল সই ?
পতিপদ করিব ধেয়ান নিশিদিন—
অবিরল ধারে বহি অশ্রুনীর
নিবাবে জীবন-দীপ-শিখা ;
জন্মান্তরে পাই যদি পুনঃ পতি ধনে।
পতিহারা হ'য়ে, কিবা প্রয়োজন এছার জীবনে সই ?

সু,প। ছি-ছি-ছি-ছি, একি নিদারুণ কথা
কহলো স্বজনী আজি—
অসার মায়ার তরে, চাহ নাশিবারে অমূল্য জীবন নিধি ?
আত্মহত্যা মহাপাপ—ত্যজ সই পাপের বাসনা।
ধর্ম্মাশ্রম তপোবন এই—
পাতক কাহারে বলে, কেহ নাহি জানে,
হেন পুণ্যভূমি, চাহ তুমি করিবারে কলুষিত পাপে,
ভুলে যাও ও দারুণ কথা—বড় ব্যথা পাইনু মরমে।
কর ধর্ম্ম আচরণ—পাইবে পতিরে পুনঃ ;
ধর্ম্মের সাধনা কভু বিফল না হয়।

সুনী। পতি তব ধার্ম্মিক প্রবর,
পত্নী তাঁর তুমি—প্রেমের প্রতিমা খানি ;
পাতকের রাশি শিরে বই—ছিল পুণ্য কণা বুঝি,
সেই ফলে পাইনু তোমায়, প্রিয়সখী ভাবে ;
প্রাণের যাতনা যত, ভুলে যাই যেন
হেরিলে ও মুখ চাঁদে।
আত্মহারা হ'য়ে কাঁদি নিশি দিন, গহনে গহনে—

তুমি ছায়া সম ধাইতেছ পিছু পিছু,
অমিয় বচনে দিতেছ প্রবোধ সদা ;
অভাগিনী আমি—কি দিয়ে শোধিব তব ঋণ।

মৃ,প। হেন কথা নাহি কহ সই ;
সামান্যা অবলা আমি—জ্ঞান শক্তি হীনা ;
যিনি অগতির গতি—দীন দয়াময়,
তিনিই কারণ, আমি উপলক্ষ বই নই।

(আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া)

হের অই সন্ধ্যা সমাগত—
তায় নিবিড় জলদমালা পশ্চিম আকাশে
গরজে গভীর রবে—চমকে চপলা মাঝে মাঝে,
নিচল পবন—হয় অনুমান হেন,
কালরূপী প্রভঞ্জন বহিবে এখনি;
চল সখি গৃহে যাই।

(সুনীতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান ও পরে
ক্রমে ক্রমে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ)

[মৃগয়ার বেশে রাজার প্রবেশ।

রাজা। ওহঃ কি ভয়ানক দুর্য্যোগ! এখন কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করি? সৈন্য সামন্ত ছেড়ে যে কতদূরে এসে পড়েছি, তা-ও ত বুঝতে পারছিনা। ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হয়েছে, এখন কি

রূপেই বা আশ্রয় অন্বেষণ করি। (বিদ্যুতালোকে দেখিয়া) ঐ একটী কুটীরের মত কি দেখা যা'চ্ছে না? হ'তেও পারে, এ তপোবন—হয়ত কোন মুনি ঋষির আশ্রম হবে। (বিদ্যুতালোক) হাঁ তা-ই বটে; দে'খি—যদি এ বিপদে ঐ কুটীরে আশ্রয় লাভ ক'র্‌তে পারি। (কুটীরের সম্মুখে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) কুটীরে কে আছেন, অনুগ্রহ ক'রে বিপন্ন অতিথিকে আশ্রয় প্রদান করুন। (স্বগতঃ) কৈ কার-ওত উত্তর পাই না; কোন তাপস কি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে ইষ্ট দেবতার ধ্যানে মগ্ন আছেন? যা-হ হ'ক্, আর একবার ডেকে দেখি; (অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে) কুটীরে কে আছেন, বিপন্ন অতিথির জীবন রক্ষা করুন। (স্বগতঃ) কৈ এবারে-ওত কেউ উত্তর দিলে না। (বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি) উহঃ কি মুষল ধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে, আর ত সহ্য হয় না, আর একবার ডেকে দেখি। (উচ্চৈঃস্বরে) কুটীর মধ্যে কে আছেন, রাজা উত্তানপাদ নিতান্ত বিপন্ন হ'য়ে দ্বারে দণ্ডায়মান—আশ্রয় প্রদান ক'রে জীবন রক্ষা করুন। (ভিতর হইতে দ্বারোদ্ঘাটন) ওহঃ বাঁচলেম্। (কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।—সুনীতির কুটীরাভ্যন্তর।

রাজা, মুনিপত্নী ও অবগুণ্ঠনবতী সুনীতি।

রাজা। এই ভয়ানক দুর্যোগে আপনারা আশ্রয় প্রদান ক'রে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছেন, এই উপকার আমি জীবন থাক্‌তে ভুল্‌তে পা'র্‌ব না।

মু,প। নিরাশ্রয় অতিথিকে আশ্রয় প্রদান করা তপোবনবাসীদের ধর্ম্ম। মহারাজ! আমরা স্ত্রীলোক, আপনার পরিচয় পা'বার পূর্ব্বে দ্বার উদ্ঘাটন ক'র্‌তে সাহসী হইনি, সে জন্য আপনার বড়ই কষ্ট পেতে হয়েছে; আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

রাজা। আপনাদের অপরাধ কি? আপনারা স্ত্রীলোক, একজন অপরিচিত পুরুষকে এ সময়ে আশ্রয় দান করা নীতি বিরুদ্ধ—বরং আমিই একজন অপরাধী হয়েছি। আপনারা স্ত্রীলোক জা'ন্‌লে আমি-ই অন্যত্র আশ্রয় অন্বেষণ ক'র্‌তেম্।

মু,প। আপনি দেশাধিপতি; আমাদের মান সম্ভ্রম আর ধর্ম্ম রক্ষার ভার, ভগবান আপনার হস্তেই রক্ষা ক'রেছেন। আপনি আমাদের সামান্য কুটীরে পদার্পণ করেছেন, এ-ই আমাদের পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে।

রাজা। আপনারা আমাকে সামান্য অতিথি জ্ঞান ক'রবেন; অযোগ্য বিনয় প্রদর্শন ক'রে আমাকে অপরাধী ক'রবেন না।

মু,প। (সুনীতির প্রতি) প্রিয়সখি, স্বয়ং মহারাজ আজ্ তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছেন, এখন উপযুক্ত অতিথি সৎকারের আয়োজন কর।

রাজা। ইনি-ই কি এই আশ্রমের অধিকারিণী?

মু,প। হাঁ মহারাজ।

রাজা। যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে হৃদয়ের ব্যগ্রতা নিবারণ করি।

মু,প। অবাধে জিজ্ঞাসা করুন; আপনি রাজা, আপনার নিকটে আমাদের অপ্রকাশ্য কি আছে?

রাজা। এই পুণ্যাশ্রম তপোবনে স্ত্রীলোকেরা সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি; সামাজিক কোন প্রথা তাঁদের নিকটে স্থান পায়না, কিন্তু আমার আশ্রয়দায়িণীকে অবগুণ্ঠনবতী দেখে, আমার মনে বিস্ময়ের উদয় হ'চ্ছে।

মু,প। তা হ'তেই পারে মহারাজ; ইনি এত দিন গৃহাশ্রমেই ছিলেন, সম্প্রতি নিষ্ঠুর পতিদ্বারা

নির্ব্বাসিত হ'য়ে আমাদের আশ্রম গ্রহণ ক'রেছেন। বহুদিনের অভ্যাস কি সহজে ত্যাগ করা যায়?

রাজা। কি ব'ল্লেন—নিষ্ঠুর পতিদ্বারা নির্ব্বাসিত? ওহঃ—

মু,প। হাঁ মহারাজ, নিষ্ঠুর পতিদ্বারা নির্ব্বাসিত—বিনা অপরাধে নির্ব্বাসিত; তা আপনি এত ব্যাকুল হ'চ্ছেন কেন মহারাজ? আহা! হত-ভাগিণীর অদৃষ্ট দেখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, আপনি দুঃখিত হবেন তার আর আশ্চর্য্য কি?

রাজা। তা নয় দেবি, আমিও নিষ্ঠুর—আমিও বিনা অপরাধে পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, ওহঃ—

মু,প। বিনা অপরাধে পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে বিসর্জ্জন দেওয়া যখন রাজার-ও ধর্ম্ম, তখন আর প্রিয়সখীর জন্য আমাদের দুঃখ কি?

রাজা। দেবি! রাজা উত্তানপাদ তিরস্কারের যোগ্য পাত্র—শত সহস্র তিরস্কার ক'র্লেও আমার অপরাধের উপযুক্ত হ'বে না।

মু,প। মহারাজ, বৃথা আর গত বিষয়ের আন্দোলন করে ফল কি?

রাজা। ওহঃ, সেই পাপের জ্বালায় অহর্নিশি হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে; আজ্ আমি স্বকৃত অপরাধের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ব ব'লে এই বনে প্রবেশ করেছি, কিন্তু কৈ, কোথা-ওত তাঁর দেখা পেলেম না। হা সুনীতি! তুমি কোথায়? একবার দেখে যাও, তোমার নরাধম নিষ্ঠুর পতি—যার সুখের আশায় তুমি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়েছ, সে আজ জ্ঞানকৃত পাপের জ্বালায় কিরূপে দগ্ধ হ'চ্ছে। (সুনীতির মূর্চ্ছা।)

সু. প। (সসব্যস্তে) একি—এ কি হলো? প্রিয়সখী এমন হ'লেন কেন? মহারাজ এসে এক বার দেখুন—

(সুনীতির মস্তক ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক অঞ্চল দ্বারা ব্যজন)

রাজা। (দেখিয়া সবিস্ময়ে) একি! এ যে আমার-ই সুনীতি দেখ্‌ছি। ওহঃ! কি সর্ব্বনাশ হ'ল, একটী কথাও ক'ইতে পা'র্‌লেম্ না। হা ভগবন! উত্তানপাদের অদৃষ্টে কি এই ছিল? এত অন্বেষণের পরে যদি দেখা পেলেম, একটীবার কথা ক'ইবারও অবসর দিলে না। হা পাপীয়সী সুরুচি, এতদিনে তোর পাপ অভিলাষ পূর্ণ হ'ল, তোর ছলনায় ভুলে আমার স্ত্রী হত্যার পাতকী হ'তে হ'ল।

তোর-ই বা অপরাধ কি ? আমি-ই নরাধম—আমি-ই নারকী—আমি-ই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকশূন্য, তা না হ'লে ভগবান স্বায়ম্ভূব মনুর বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে—নারীবুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে, নিরপরাধা সুনীতিকে বিসর্জ্জন দেব কেন ?

মু,প। মহারাজ ! ভগবান রক্ষা ক'রেছেন, প্রিয়সখীর মূর্চ্ছা হ'য়েছিল—এই দেখুন অল্পে অল্পে চেতনা হ'চ্ছে।

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) কৈ দেবি ? (দেখিয়া) আজ্ আপনার-ই কৃপায় আবার সুনীতিকে জীবিত দেখ্‌তে পেলেম।

মু,প। প্রিয়সখি ! একবার চেয়ে দেখ ; তুমি যাঁর জন্যে দিবানিশি রোদন ক'র্‌তে, সেই মহারাজ এখন তোমার জন্য কত কাতর হ'য়েছেন।

সুনী। সখি !—মহা—রা—জ—

মু,প। মহারাজ-ত তোমার সম্মুখে-ই আছেন, কি ব'ল্‌বে—বল।

সুনী। (অবগুণ্ঠন টানিয়া উপবেশন) মহারাজের চরণে—কত—অপরাধিনী হ'লেম।

রাজা। কিসে তুমি অপরাধিনী হ'লে ? আমিই বরং তোমার কাছে কত অপরাধ ক'রেছি, তার

সীমা নাই। তুমি সে জন্য আমাকে ক্ষমা না ক'র্‌লে নরকে-ও আমার স্থান হবে না।

সুনী। মহারাজ! ও কথা ব'ল্‌বেন না; আমি যে ঐ চরণের দাসী। (রাজার চরণ ধারণে উদ্যত)

রাজা। (সুনীতির হস্তধারণ পূর্ব্বক তৎপার্শ্বে উপবেশন) এস প্রিয়ে, অনেক দিনের পরে আজ্ তোমাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে, হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করি। (সুনীতির মস্তক বক্ষে ধারণ)

সু,প। (গীত)

(যদি) বিষাদে বিধি সাধ পুরা'লে,
হেন সাধে বাদ সেধনা আর,
পুনঃ হারানিধি, মিলাইলে যদি,
এ মিলনে বাধা—দিয়োনা আবার।
দোঁহে দোঁহাকার, হৃদয়ের হার,
রেখ হে বিধাতা, রেখ অনিবার,
ছিঁড়'না ছিঁড়'না, দিয়োনা বেদনা,
যাতনায় যেন, দহেনা আবার।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।—রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

বিমলা ও চপলার প্রবেশ।

বিম। হ্যাঁলা শুনেছিস্, মহারাজ নাকি বড় রাণীকে দেখ্‌তে বনে গেছেন।

চপ। হাঁ, তুই-ও যেমন পাগল; বড় রাণীর জন্যে রাজার প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ হ'য়েছে, তা তাঁকে দেখ্‌তে যাবেন। তা নয় লো তা নয়, তিনি মৃগয়া ক'র্‌তে গেছেন। ও—মা, যাবার সময় যে ছোটরাণীর হুকুম নিয়ে গেলেন, তা জানিস নি?

বিম। ওলো, না লো না, তুই ঠিক খবর জানিস্‌নে; মৃগয়ার ছল ক'রে তিনি বড় রাণীকে দেখ্‌তে গেছেন।

চপ। (সবিস্ময়ে) বলিস্‌ কি—সত্যি নাকি, মাইরি—আমার মাথা খাস্‌?

বিম। হাঁ ভাই, আমি ঠিক খবর পেয়েছি; দেখিস্‌ যেন আর কেউ না শুন্‌তে পায়; জানিস্‌ত ভাই আমাদের শত্তুর পায় পায়।

চপ। আমি কি পাগল, যে এই কথা নিয়ে গোল ক'রব! কিন্তু ভাই, কথাটা যদি সত্যি হয়, তবে বড় সুখের খবর ব'ল্‌তে হবে। আহা! বড় রাণী তাঁকে দেখ্‌লে আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন। বনবাসে এত যে কষ্ট, তার মধ্যেও তাঁর সুখের সীমা থাক্‌বে না। হ্যাঁলা, হঠাৎ রাজার মন এমন হ'ল কেন?

বিম। জানিস্ত ভাই, বড় রাণীকে ব'নে পাঠিয়ে অবধি রাজা বড় কাতর হয়েছিলেন, সভায়-ও যেতেন না—কাজ কর্ম্মও দেখ্‌তেন না, অসুখের ছল ক'রে নির্জ্জনে থা'ক্‌তেন—কার-ও সঙ্গে দেখা-ও ক'র্‌তেন না; রাজ্যের সকল কাজ মন্ত্রিমশায় ক'র্‌তেন, মাঝে মাঝে তিনি-ই মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সান্ত্বনা ক'র্‌তেন।

চপ। ছোট রাণী এ সকল কথা জা'ন্‌তেন না?

বিম। জা'ন্‌তেন কিনা, তা ভাই তিনি-ই ব'ল্‌তে পারেন, কিন্তু মুখে ত কেবল মহারাজের অসুখের কথাই ব'ল্‌তেন।

চপ। তা ভাই না জা'ন্‌লেও পারেন। মহারাজ কিনা খুব চাপা, হয়ত ছোটরাণীর সঙ্গে দেখা হ'লে মনের ভাব গোপন ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা ক'ইতেন, ছোটরাণী তত বুঝতে পা'র্‌তেন না।

বিম। তা হবে; ভাল কথা, তা বনে যাওয়া ঘটনা হ'ল কি ক'রে?

চপ। রাজা বড় রাণীর জন্য ভারি কাতর হ'য়েছিলেন, তাতে-ই মন্ত্রিমশায় পরামর্শ দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছেন, বড়রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে দুজনার-ই মন অনেক ভাল হবে।

বিম। তা বেশ—ভাল কাজই ক'রেছেন, কিন্তু ভাই ছোটরাণী এ সকল কথা জা'ন্‌লে আর রক্ষা থা'ক্‌বে না।

সুরুচি। (নেপথ্যে) বলি—কি কথা ছোটরাণী জা'ন্‌লে আর রক্ষা থা'ক্‌বে না?

[সুরুচির প্রবেশ ও বিমলা ও চপলার সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান।

সুরুচি। কার কথা হ'চ্ছে বিমলা? চুপ ক'রে রইলে যে? আমি সকল কথাই শুনেছি; মহারাজের ছলনার একটী বর্ণও শুন্‌তে বাকি নাই; তা তোমরা এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ কেন? তোমাদের দোষ কি? বড় রাণীর জন্যে যদি তাঁর প্রাণ এত-ই কাতর, তবে তাকে বনে না পাঠানই উচিত ছিল। আমি তাঁর সুখের কণ্টক—আমার-ই অন্তর হওয়া ভাল। আমার-ত কেউ নাই, যে আমার জন্যে প্রাণে ব্যথা পাবে। (সরোদনে) এত লাঞ্ছনা—এত ছলনা! আমার জীবনে শত ধিক্—আমার রাজভোগেও শতধিক্। যাও চপলা, তুমি উত্তমকুমারকে নিয়ে এস, মহারাজের সুখের কণ্টক, রাজপুরী থেকে এখন-ই অন্তর হবে।

চপ। ছোট মা, আমাদের শোনা কথা—

সুরুচি। তোমাদের শোনা কথা সত্যি, কিন্তু ঐ কথাই ঠিক। আমি কি এমন-ই হাবা, যে কিছুই বুঝ্তে পারিনে?

চপ। আমি বলি কি, মহারাজ-ত দুই এক দিনের মধ্যে-ই ফির্বেন, তা তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা—

সুরুচি। বলিস্ কি চপলা? আমি আবার এই কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্তে যাব? ছলনা—চাতুরী—মিথ্যা কথা যাঁর অলঙ্কার, তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা? শতধিক্ তাঁর রাজধর্ম্মে! ওহঃ! কি ভয়ানক ছলনা; আমি সত্য সত্যই বুদ্ধি হীনা, তা-ই তাঁর চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ ক'র্তে পা'র্লেম্ না। ছি ছি, ঘৃণায় আমার অন্তর্দাহ হ'চ্ছে—আর এক মুহূর্ত্তের জন্যে-ও প্রাণধারণ ক'র্তে ইচ্ছা হয় না। তোমরা আমাকে খানিক বিষ এনে দেও, আমি সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হই।

চপ। ছি ছোট মা, ও কথা কি ব'ল্তে আছে?

সুরু। ওহঃ! এত ছলনা! মুখে মধু, হৃদয় বিষে ভরা; আমি কিছুই বুঝ্তে পা'র্লেম না, মৃগয়ার কথায় সহজেই বিশ্বাস ক'র্লেম। (নীরবে রোদন)

চপ। ছোট মা, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর সে জন্যে কষ্ট ক'রে-ত কোন ফল নেই, বরং পরে যাতে ভাল হয়, তার-ই একটা উপায় করুন।

বিম। হ্যাঁ মা তাই চলুন, এখন আর মিছে মনকে কষ্ট দিলে কি হবে?

[সুরুচিকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।—বন, সুনীতির কুটীরের সম্মুখ।

রাজা ও তৎপশ্চাৎ বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে সুনীতির প্রবেশ।

রাজা। (সুনীতির হস্তধারণ করিয়া)

ক্ষম প্রাণেশ্বরি—সম্বর রোদন এবে—
জান না কি তুমি, কত যে ব্যাকুল প্রাণ
হেরে অশ্রুবারি তব?

সুনী। কি করিব আমি—প্রাণ যে কেমন করে
দিতে হে বিদায় তোমা ধনে;
যাবে তুমি নাথ—প্রাণ মোর যাবে সাথে সাথে।
প্রাণ শূন্য দেহ ল'য়ে, এই বনবাসে
কেমনে কাটা'ব চিরদিন।

রাজা। সিংহাসন শূন্য এবে—প্রজাগণ বড়ই ব্যাকুল;
কি করিব ব'ল প্রাণেশ্বরি,
জান-ত সকলি তুমি—রাজ-পদ কত যে বিষম;

তা না হ'লে, কত সুখে কাটিত যে কাল
এই পুণ্যাশ্রমে—তব সহবাসে।

সুনী। কি করিবে তুমি নাথ, নাহি দোষ তব
নিদয় বিধাতা মোরে, তাই আমি পাই এ যাতনা।
একান্তই যদি, যাইতে বাসনা মনে—
যাও নাথ—না করি বারণ,
কিন্তু—একান্ত মিনতি ও পদে,
মনে রে'খ—ভুলোনা দাসীরে।

(রাজার পদ ধারণ পূর্ব্বক রোদন)

রাজা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক সুনীতিকে উত্তোলন)
উঠ প্রাণাধিকে, সম্বর রোদন এবে—
দিওনা বেদনা আর ব্যথিত মরমে।
ভুলিবার নহ তুমি, জাননা কি প্রিয়ে ?
ধৈর্য্য ধর এবে—দেখা হ'বে পুনরায় ;
আসি পুনঃ মৃগয়ার ছলে, হেরিব ও মুখ চাঁদে—
দেহলো বিদায় আজি তবে।

সুনী। কি বলিব আর———

রাজা। (সুনীতির হস্তধারণ)
আসি তবে প্রিয়ে, দেখা হবে ত্বরা—পুনরায়।

[রাজার প্রস্থান ও সুনীতির একদৃষ্টে নিরীক্ষণ।

সুনী। (সরোদনে) গেলে নাথ—গেলে নাথ—
ত্যজিয়ে দাসীরে বনবাসে।

[মুনি পত্নীর প্রবেশ।

মু:প। প্রিয়সখি, আর রোদন ক'রনা। মহা-রাজ-ত ব'লে গেছেন, শীঘ্র আবার তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন।

সুনী। (সরোদনে) পতির বিরহ জ্বালা, কত যে বিষম,
প্রকাশিতে নারি সখি—
অবলা সরল প্রাণে, কত স'বে সই?

মু:প। ধৈর্য্য ধর সখি, এক মনে ভগবান্‌কে ডাক, তা হ'লেই সকল দুঃখ নিবারণ হবে; চল এখন ঘরে যাই।

[সুনীতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—বন প্রান্ত।

(ধ্রুব ও মুনি বালকগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

গীত।

আয়রে সবায়, আয় পায় পায়, মিলে সবে খেলা করি রে;
কভু উঠি ডালে, লতা ধরে ঝুলে, কখন দোলাতে দুলি রে।
কখন গাইব, তান মিলাইব, অমিয়া পাপিয়া স্বরে রে;
কখন নাচিব, আনন্দে ভাসিব, করতালি দিব তালে রে।
কভু নানা ফুলে, থরে থরে তুলে, লতা সুতে মালা গাঁথি র;
গলে পরি মালা, জাতী যূথি বেলা, যেখানে যা সাজে দিব রে।

১ম বালক। এস ভাই, আগে খানিক খেলি, তার পরে ঘরে যাব।

২য় বালক। হ্যাঁ ভাই, আমিও তা-ই ব'লব ভাব্‌ছিলেম।

ধ্রুব। হ্যাঁ দাদা, খেল্‌তে গেলে যে দেরি হবে, মা আমাকে অনেকক্ষণ না দেখ্‌লে যে কাঁদ্‌বেন।

২য় বালক। তবে তুমি যাও ভাই, তোমার খেলে কাজ নেই, আমরা খানিক্ না খেলে যাব না।

ধ্রুব। আমি কি একা যেতে পারি—যে যাব; মা যে আমাকে কোথা-ও একা যেতে বারণ ক'রেছেন।

১ম বালক। তবে ভাই তুমি ঐ গাছের তলায় একটু ব'স, আমরা একটীবার খেলেই তোমাকে রেখে আস্‌ব।

৩য় বালক। না ভাই তা হবে না; আজ্ একটীবার-ও খেল্‌তে পাইনি, এখন খানিক না খেলে আর ঘরে যাব না।

১ম বালক। না ভাই, ধ্রুবকে রেখে এসে খেল্‌ব, তা না হ'লে মা আবার ব'ক্‌বেন।

৩য় বালক। হ্যাঁ ধ্রুব, তুমি ভাই একটু ব'স্‌বে না, এই আমরা পাঁচটীবার দোল খেয়েই যাব।

ধ্রুব। কৈ দোল খাও তবে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব।

১ম বালক। এই দ্যাখ। (দোলায় আরোহণ)

২য় বালক। দাঁড়াও ভাই, আমি উঠি।

(দোলায় আরোহণ)

(ধ্রুব ব্যতীত অপর বালকগণের গীত)

ভাল ক'রে দোল্‌রে দোলা,
দুল্‌তে বড় ভাল বাসি।
ছুটোছুটি সকল খেলা, সবার চেয়ে ভাল দোলা,
দোলার তরে মন পাগলা, তাইতে মোরা হেথায় আসি।

ধ্রুব। ও দাদা, আমি একবার দুল্‌বো—ও দাদা আমায় একবার উঠিয়ে নেও।

১ম বালক। তুমি যে ভাই ছেলে মানুষ, প'ড়ে গেলে হাত পা ভাঙ্গ্‌বে যে।

২য় বালক। তা উঠুক না কেন, আমরা দুজনে ধরে থা'কৃব অখন।

ধ্রুব। না দাদা, আমি প'ড়ব না—আমাকে উঠিয়ে দেও।

(১ম বালকের অবরোহণ ও সকলের সাহায্যে ধ্রুবকে দোলায় উঠাইয়া স্বয়ং আরোহণ)

গীত।

ভাল ক'রে দোল্‌রে দোলা,
দুল্‌তে বড় ভাল বাসি।
ছুটোছুটি সকল খেলা, সবার চেয়ে ভাল দোলা,
দোলার তরে মন পাগলা, তাইতে মোরা হেথায় আসি।
সাঁজ সকালে বিকেল বেলা, সবাই মিলে চ'ড়্‌ব দোলা,
দোলার তরে মন পাগলা, তাইতে মোরা হেথায় আসি।

১ম বালক। (ধ্রুবের প্রতি) কেমন—হ'য়েছে-ত? তবে চল এখন যাই।

ধ্রুব। তবে আমাকে নামিয়ে দেও।

(উভয় বালকের ধ্রুবকে লইয়া অবতরণ)

২য় বালক। চল ভাই আমি-ও যাব। অনেকক্ষণ খেল্‌তে এসেছি, বাবা হয়ত কত ব'ক্‌বেন। (১ম বালকের প্রতি) ধ্রুবর কিন্তু ভাই বেশ, ওর বাপ নেই—কেবল এক মা; তা ভাই, মাকে কি আমি ভয় ক'র্‌তেম?

ধ্রুব। হ্যাঁ দাদা, আমার বাবা কোথায়?

২য় বালক। তোমার আবার বাপ্‌ কোথা, কেবল মা।

ধ্রুব। বাঃ—তুমি-ত খুব জান। মা আর-ও কত কাঁদেন, মাসীমা ব'লেছেন—বাবার জন্যে কাঁদেন।

১ম বালক। সত্যি নাকি? তবে তোমার বাপ্ কে ভাই?

ধ্রুব। তা-কি আমি জানি; আচ্ছা আজ ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রব অখন।

২য় বালক। এখন তবে চল ভাই, আর বিলম্ব করা হবে না। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—বন, সুনীতির কুটীরের সম্মুখ।

করতলে কপোল সংলগ্নপূর্ব্বক সুনীতি উপবিষ্টা।

সুনী। (স্বগতঃ) যাবার সময় মহারাজ ব'লে গেলেন, মৃগয়াচ্ছলে এসে মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দেবেন। আজ্ কা'ল্ ক'রে ছ ছ বছর হ'তে গেল, তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। হয়ত তিনি এ হতভাগিনীকে একেবারে বিস্মৃত হ'য়েছেন। তবে কি আর এ জীবনে প্রাণেশ্বরকে দেখ্‌তে পাবনা? (দীর্ঘনিশ্বাস) মহারাজ আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন, সুরুচি বুঝি তা জা'ন্‌তে পেরেছে; তবে কি সেই-ই তাঁকে আর আস্‌তে দিচ্ছেনা। ওহঃ সুরুচি, তোর প্রাণ কি পাষাণ হ'তেও কঠিন? চির-

দিনের তরে বনে বিসর্জ্জন দিয়ে-ও তোর হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হ'ল না? কখন পতির মুখ দেখে তাপিত প্রাণ শীতল ক'র্‌ব, তা-ও তোর প্রাণে অসহ্য হ'ল? হা পরমেশ্বর! কি পাপ করেছি যে তার প্রতিফলে, নারী জন্মের সার রত্ন হ'তে একেবারে বঞ্চিত ক'র্‌লে। (নীরবে রোদন) ভেবেছিলেম, আত্মহত্যা ক'রে প্রাণের জ্বালা নিবারণ ক'রব, কিন্তু ধ্রুবের মুখ দেখে অবধি প্রাণে মমতা জন্মেছে। আহা, বাছা আমার পাঁচ বছরের ছেলে হ'ল, যদি হতভাগিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ না ক'রত, তা হ'লে কত সুখে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পা'র্‌ত। বনবাসের অসহ ক্লেশ, শিশুর কোমল প্রাণে সইতে দেখে, মায়ের প্রাণে যে কি যাতনা হয়, তা সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

[ধ্রুবের প্রবেশ।

ধ্রুব। (সুনীতির কণ্ঠবেষ্টন করিয়া) হ্যাঁ মা, তুই কাঁদছিস্ কেন মা?

সুনী। (চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া ধ্রুবের মুখচুম্বন) কৈ বাবা—কাঁ'দব কেন বাবা?

ধ্রুব। আমি দাদাদের সঙ্গে খেল্‌তে গিছলেম ব'লে কাঁদ্‌ছিস? তা মা আমি-ত আর দেরি করিনি তুই কাঁদিস্ ব'লে আমি শীগ্‌গির এসেছি।

সুনী। না বাবা, তুমি খেলা ক'রে এমনি-ই শীগ্‌গির এসো, আমি কাঁদ্‌ব না।

ধ্রুব। মা-গো, দাদাদের বাবাও আছে, মাও আছে, হ্যাঁ মা আমার বাবা কোথায়?

সুনী। (নীরবে রোদন)

ধ্রুব। আবার কাঁদ্‌ছিস্ কেন মা? বাবার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম্ ব'লে কাঁ'দ্‌ছিস্? তা আর জিজ্ঞাসা ক'রব না। তুই কাঁদিস্‌নি মা, তোর কান্না দেখ্‌লে যে আমার কান্না পায়।

সুনী। না বাবা, আর কাঁ'দ্‌ব না। এই দেশের রাজা যিনি, তিনি-ই তোমার পিতা। (অশ্রুবর্ষণ)

ধ্রুব। কৈ, বাবা-ত একটীবারও আমাদের দেখ্‌তে আসেন না।

সুনী। তাঁর যে অনেক কাজ ক'র্‌তে হয় বাবা, সেই জন্যে তিনি আস্‌তে পারেন না।

ধ্রুব। বাবাকে দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছে করে মা।

সুনী। (ধ্রুবের মুখচুম্বন করিয়া) তুমি যখন বড় হবে, তখন তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। (দীর্ঘনিশ্বাস)

ধ্রুব। যাই মা, আমি দাদাদের কাছে বাবার কথা ব'লে আসি। তুমি যেন আবার কেঁদ না, বল্ মা কাঁদ্‌বিনি?

সুনী। না বাবা, কাঁ'দ্‌ব না।

[ধ্রুবের প্রস্থান।

সুনী। আহা, বাছা আমার পাঁচ বছরের হ'ল, কিন্তু পিতার আদর কাকে বলে, একটী দিনের তরে-ও জা'ন্‌তে পা'র্‌লে না।

(করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক অবস্থিতি ও কিয়ৎক্ষণ পরে ধ্রুবের পুনঃ প্রবেশ।)

ধ্রুব। হ্যাঁ মা, রাজা যদি আমার বাপ হবেন, তবে আমার সাজ্ পোষা'ক নাই কেন মা? দাদারা ব'ল্‌লে, রাজার ছেলের কত সাজ্ পোষাক থাকে।

সুনী। হ্যাঁ বাছা, তোমার দাদারা সত্য কথাই ব'লেছেন; যার পিতা রাজা—মাতা রাণী, তার অনেক সাজ্ পোষাক থাকে।

ধ্রুব। হ্যাঁ মা, তুমি কি রাণী নও?

সুনী। না বাবা, আমি যে তোমার দুঃখিনী জননী—সাজ্ পোষাক কোথা পাব বাবা?

ধ্রুব। দাদারা কেমন কাপড় পরে, আমার বড় লজ্জা করে মা।

সুনী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এই নে'ও বাবা কাপড়।

(স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া ধ্রুবকে প্রদান)

ধ্রুব। (বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়া)

গীত।

আমায় মা দিয়েছে ভাল বেসে, কেমন বসন,
আমি প'র্‌ব আর দেখাবরে সবারে এখন।
(মায়ের) যেমন আছে, তেম্‌নি দেছে,
তাতে আমার সাধ মিটেছে,
(আমি) বনে থাকি, বসন ভূষণ পরিনি কখন।

[ধ্রুবের প্রস্থান।

সুনী। হা বিধাতঃ! অভাগিনীর অদৃষ্টে যে কত যাতনা লিখেছ, তার সীমা নাই। বাছা আমার রাজার ছেলে, আজ্‌ একখানি সামান্য কাপড়ের জন্যে লালায়িত! ওহঃ—

[সুনীতির প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।—বন।

(মুনি বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। ধ্রুব এখন-ও আস্‌ছেনা কেন ভাই?

২য় বালক। হয়-ত তার মা আস্‌তে দিচ্ছে না, (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) ঐ যে ধ্রুব আ'স্‌ছে।

[ধ্রুবের প্রবেশ।

ধ্রুব। (বস্ত্র দেখাইয়া) এই দে'খ দাদা, আমি কেমন কাপড় পেয়েছি।

২য় বালক। (উচ্চহাস্যে) এই বুঝি তোমার কাপড়!

ধ্রুব। কেন দাদা, মায়ের কাছে কাপড় চাইলেম, তা মা আঁচল থেকে আমায় খানিক দিলে; বেশ্-ত, মা-ও প'র্‌বে, আমি-ও প'র্‌ব।

১ম বালক। এই কাপড় কি পরে ধ্রুব?

ধ্রুব। কি ক'র্‌ব দাদা, মায়ের-ত আর কাপড় নেই, যে আমাকে দেবে।

২য় বালক। (১ম বালকের প্রতি) চল ভাই আজ্ খেলা না ক'রে, ধ্রুবকে রাজার কাছে নিয়ে যাই, তা হ'লে রাজা ওকে অনেক সাজ্ পোষাক দেবে।

ধ্রুব। হ্যাঁ দাদা তাই চল, আমার-ও বাবাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে।

১ম বালক। তা ভাই রাজবাড়ী-ত আমরা জানিনে, কি ক'রে যাব?

২য় বালক। কেন? আমি যে জানি; সে-ই যে বাবার সঙ্গে একবার গিছ্‌লেম—জানিস্‌নে? রাজা কত ভাল ভাল খাবার দিলেন, আমরা নিয়ে এলেম।

১ম বালক। তবে চল ভাই; তা'মাকে একবার ব'লে আসি, আর ধ্রুবর মাকে-ও বলে

আসি, তা নইলে আবার ভা'ব্‌বে, আর বাড়ীতে ফিরে এলে কত ব'ক্‌বে।

২য় বালক। না—তা হ'বে কেন? ব'ল্‌লে কি যেতে দেবে? এম্‌নি-ই চল—রাজার বাড়ী এই-ত, আমরা আবার এখন-ই ফিরে আস'ব।

ধ্রুব। মা-ত কাঁদ্‌বে না আবার?

২য় বালক। কেন কাঁদ্‌বে? ভাব্‌বে আমরা কোথা-ও খেলা কর্‌ছি।

ধ্রুব। তবে চল দাদা, মাকে আর ব'লে কাজ্ নেই।

১ম বালক। সে-ই ভাল, তবে চল এখন।

২য় বালক। (ধ্রুবের প্রতি) রাজা তোকে দেখ্‌লে অনেক সাজ্ পোষাক দেবে—আমাদের-ও কত কি দেবেঅখন, তা দেখে আর কেউ কিছু ব'ল্‌বে না।

ধ্রুব। বাবা আমাকে কোলে নেবে—না দাদা?

১ম বালক। তা নেবে বই কি, কত আদর ক'র্‌বে—

২য় বালক। চল তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, আবার শাগ্‌গির ফিরে আস্‌তে হবে ত।

গীত।

চল্‌রে ত্বরা, যাব মোরা, রাজ দরশনে ;
চল্ চল্ চল, বিলম্বে কি ফল, কত যে বাসনা মনে।
ওরে আয়রে তোরা, কে কে যাবি সেথা,
(ওরে) আমাদের আমাদের, আমাদের সনে।
ত্যজে বনবাসে, যাব রাজ-বাসে,
ফিরিব আবার, কতই উল্লাসে ;
পাব কত ধন, বসন ভূষণ,
আনন্দে আনিব বনে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।—রাজবাটী কক্ষ।

রাজা ও মন্ত্রী।

মন্ত্রী। (করযোড়ে) মহারাজ, যদি আদেশ করেন, রাজ্য সংক্রান্ত দুই একটী কথা রাজ সমীপে নিবেদন ক'রে হৃদয়ের ভার লাঘব করি।

রাজা। মন্ত্রিন্, তুমিত জান তোমাদের রাজা নাই ; এই যে অস্থিমাংসময় দেহ দেখ্‌তে পাচ্ছ, এ তোমাদের রাজার নির্জীব প্রতিমূর্ত্তি। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকশূন্য রাজার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না ; সেই জন্যই আমি তোমার হস্তে প্রজা-

পালনের সম্পূর্ণ ভার প্রদান করেছি, তবে আবার রাজ্যের সংবাদ ল'য়ে আমার কাছে এসেছ কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, ক্ষুদ্র পিপীলিকা কি পর্ব্বতের ভার বহন ক'র্‌তে পারে? দাসের প্রতি এই গুরুতর আদেশ——

রাজা। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি-ক্ষমতার পরিচয় আমার অবিদিত নাই।

মন্ত্রী। (করযোড়ে) মহারাজ, দাসের অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন; আপনার কৃপায় রাজনীতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার-ই বলে আর আপনার-ই প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনে রাজ্য সংক্রান্ত সাধারণ কার্য্য পরিচালিত হ'চ্ছে, কিন্তু মহারাজ, প্রজাগণ বহুদিন পর্য্যন্ত মহারাজের দর্শন না পেয়ে বড়ই অধীর হয়েছে।

রাজা। আমার অসুস্থতার সংবাদ কি প্রজাগণকে জ্ঞাপন করা হয়নি?

মন্ত্রী। মহারাজের আদেশের একটী বর্ণও কার-ও অবিদিত নাই, কিন্তু অভুতপূর্ব্ব সুশাসনের গুণে প্রজারা মহারাজের প্রতি এতদূর অনুরক্ত হ'য়েছে, যে মহারাজের অদর্শন তাদের পক্ষে বড়ই

কষ্টকর বোধ হ'চ্ছে। মহারাজ! প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হ'তে অস্তকাল পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্রজা রাজদর্শন প্রত্যাশায় উপস্থিত হয়, কিন্তু বিফল মনোরথ হওয়াতে নিতান্ত কাতর হ'য়ে আপনার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে গৃহে ফিরে যায়। প্রজাগণ আপনার অসুস্থ সংবাদে এতদূর ব্যাকুল হয়েছে, যে প্রতি গৃহে মহারাজের জন্য মঙ্গল স্বস্ত্যয়ন হ'চ্ছে; দেবারাধনার স্থানে সর্ব্বত্রই অসংখ্য লোকে মহারাজের স্বাস্থ্য কামনায় বলি প্রদান ক'চ্ছে, রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র নিরানন্দের চিহ্ন বিদ্যমান।

রাজা। মন্ত্রিন্! প্রজাগণ কি সুনীতি নির্ব্বাসনের সংবাদ অবগত নয়? আমার বোধ হয় জানে না; জান্‌লে—তারা নিশ্চয়ই উত্তানপাদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রত্যাহার ক'র্‌ত। যাও মন্ত্রি, প্রজাদের পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেও, যে রাজা উত্তানপাদ ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক; তারা এত দিন আমাকে ভ্রান্তির চক্ষে দর্শন ক'রেছে, আমি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজের জয় হ'ক্।

রাজা। প্রতিহারি, এ সময়ে কিজন্য এখানে এসেছ?

প্রতি। মহারাজ! কয়েকটী বনবাসী বালক দ্বারে দণ্ডায়মান।

রাজা। তাদের প্রার্থনা কি?

প্রতি। রাজদর্শন।

রাজা। বনবাসী বালকের রাজ দর্শন বাসনা! ভাল, তাদের শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রতি। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া স্বগতঃ) এই যে বালকেরা আস্‌ছে। কনিষ্ঠ বালকটীকে দেখে আমার হৃদয় অকস্মাৎ উল্লাসিত হ'চ্ছে কেন? আহা এমন সুন্দর সুলক্ষণাক্রান্ত বালক-ত কখনও দেখিনি।

(গান করিতে করিতে ধ্রুব সহ বালকগণের প্রবেশ।)

গীত।

জয় জয় জয় জয় নরেশ, জয় দীনজন পালন,
গুণ নিধান, সাধু সুজন, সুধী জন গণ রঞ্জন।
সুজন পালন, দুর্জ্জন দলন, সুশীল সুমতি ধর্ম্মপরায়ণ,
বিক্রম কেশরী, বহু বলধারী, রিপুকুল ভয় ভঞ্জন।
কণ্ঠেবাণী জ্ঞানবিধায়িনী, অচলা কমলা সম্পদদায়িনী,
যশের সুষমা নাহি জানে সীমা, নর-কুল শিরভূষণ।

রাজা। (ধ্রুবের প্রতি)

কে তুমি হে—কহ বৎস—কোথায় বসতি?

কোন্ কুল ক'রেছ উজ্জ্বল? জনক জননী কেবা?

কি কারণে হেথা আগমন?

ধ্রুব। ধ্রুব মোর নাম,—সুনীতি জননী মম;

থাকি মোরা বনবাসে, মুনির আশ্রমে।

শুনেছি জননী স্থানে,—রাজ্যেশ্বর জনক আমার;

তা-ই বড় সাধ ভরে, এসেছি হেথায় আজি,

হেরিবারে পিতার চরণ।

রাজা। আহা! শিশুর কোমল প্রাণে

কতই যাতনা সহে বনবাসে;

—শত ধিক্ মোরে।

পিতা হ'য়ে পুত্রের মরম ভুলে,

আছি মত্ত রাজভোগে সদা। (হস্ত প্রসারিত করিয়া)

এস বৎস—প্রাণের নন্দন মোর,

হৃদয়ের ধন, হৃদয়ে ধারণ করি

জুড়াব যাতনা যত।

(ধ্রুব অগ্রসর হইলে রাজা ক্রোড়ে লইতে উদ্যত)

সুরুচি। (নেপথ্যে) ছি-ছি-ছি-ছি, কি কর—কি কর রাজা!

(উত্তমকুমারকে লইয়া সুরুচির প্রবেশ,

ও রাজার অবনত বদনে অবস্থিতি।

সুরুচি। সুনীতি পাপিনী—ধ্রুব তার পাপ গর্ভজাত,

তাহে চাহ লইবারে কোলে?

উত্তমকুমার মোর রয়েছে সম্মুখে,
নাহি চাহ তার পানে?
পড়েনা কি মনে, প্রতিজ্ঞা তোমার?
রাজ সিংহাসন,—রাজার প্রসাদ লাভে,
উত্তমকুমার বিনা, অন্য নাহি অধিকারী।
ধিক্ মহারাজ, ক্ষত্র তুমি—জান ভাল প্রতিজ্ঞা পালন।

(ধ্রুবের প্রতি) ছি-ছি-ছি-ছি একি রীতি তোর?
বামন হইয়া সাধ চাঁদ ধরিবারে?
দাসী পুত্র তুই,—নাহি পুণ্যবল তোর;
কঠোর তপস্যা বলে, লভিস্ যদ্যপি স্থান উদরে আমার,
পুরিবে বাসনা তবে;—নতুবা অরণ্যবাস জন্ম জন্মান্তরে।
যা রে ফিরে যথায় জননী তোর—

ধ্রুব। (সুরে) কাজ্ কি আমার সিংহাসনে;
একবার পিতার চরণ, হে'রব ব'লে,
এসেছি মা—বড় সাধ ভরে;
এখন মনের সে সাধ, মিট্‌ল গো মা,
যাব পুনঃ সেই বনবাসে;
পিতা গো,—মা গো, দেহ গো বিদায়।

বালকগণ। (ধ্রুবের হস্তধারণ করিয়া)

গীত।

আর কাজ্ নাই, থাকিয়ে হেথায়,
চল সবে যাই, ফিরিয়ে বনে।

জনক যখন কঠিন এমন, কার কাছে তবে করিবি রোদন,
মনেরি বেদনা, আর ঘুচিবে না. লয়ে দুঃখ ভারে চলরে বনে।

[গান করিতে করিতে ধ্রুবকে লইয়া বালকগণের প্রস্থান।

সুরু। (রাজার প্রতি)

কি দোষে হ'য়েছে দাসী দোষী ও চরণে,
কি কারণে করিছ ছলনা পুনঃ ?
ধিক্ নারী জন্মে মোর——
পতি যার বাম, কি কাজ জীবনে তার ?
খাইয়ে গরল, কিম্বা পশিয়ে অনলে
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ।
থাক তুমি সুখে, ল'য়ে সুনীতি ললনা,
—পুত্র ধ্রুবমণি।
(উত্তমকুমারের হস্তধারণ পূর্ব্বক)
আয় বাছা, দুখিনীর ধন,—কাজ নাই রাজভোগে ;
পিতা তোর বড়ই পাষাণ।
চল যাই মোরা, যথা প্রাণ চায়—ত্যজিয়ে এ পাপ-পুরী।

(উত্তমকুমারকে লইয়া সুরুচির প্রস্থান।

মন্ত্রী। (করযোড়ে) মহারাজ ! বৃদ্ধ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞী যেরূপ অধীরা হ'য়েছেন, তাঁকে সান্ত্বনা না ক'র্‌লে পাছে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত করেন, এই আশঙ্কায় হৃদয় বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে।

রাজা। মন্ত্রিন্, রাজ কার্য্য সম্পাদনে তুমি-ই আমার বল বুদ্ধি ভরসা; তোমার অশেষ গুণের কথা আমি জীবন থাক্‌তে বিস্মৃত হ'তে পা'রব না; কিন্তু মন্ত্রি, আ'জ আমাকে কোন অনুরোধ ক'রনা। কালসাপিনীর বিষে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হ'য়েছে, আর এ নিদারুণ যন্ত্রণা আমি সহ্য ক'র্‌তে পারিনে। পাপিয়সীর কুহকে প'ড়ে আমার মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত হয়েছে, পাপের ভারে প্রাণ অবসন্নপ্রায়; আর না মন্ত্রি—আর আমি ঐ পাপিষ্ঠার মুখ দেখ্‌তে চাহিনা, ওহঃ! মন্ত্রি, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যত দিন না দেহের অবসান হয়, ততদিন তুষানলে হৃদয় দগ্ধ হবে, ওহঃ—

(রাজা ও তৎপশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—বন, সুনীতির কুটীরের সম্মুখ।

ধ্রুবকে লইয়া সুনীতির প্রবেশ।

সুনী। হ্যাঁ বাবা, তোমার ছোট মা যে পুণ্যবতী; উত্তমকুমার তাঁর গর্ভে জ'ন্মেছে,—তার-ও পুণ্যবল আছে। তুমি যে বাছা হতভাগিনীর গর্ভে জ'ন্মেছ, রাজার আদর, রাজসিংহাসন পাবে কেন?

ধ্রুব। পুণ্য কিসে হয় মা?

সুনীতি। এক মনে সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাক্‌লেই পুণ্য হয়।

ধ্রুব। হ্যাঁমা হরি কে, যে তাঁকে ডাক্‌লে পুণ্য হবে।

সুনী। হরি ছোট বড় সকলের বাপ্ মা— রাজা প্রজা সকলের প্রভু।

ধ্রুব। হরির কাছে যে যা চায়, তিনি তাকে কি তাই দেন?

সুনী। হ্যাঁ বাছা, তাঁর যে বড় দয়া; ভাল ক'রে প্রাণ ভ'রে ডাক্‌লে তিনি সকলই দিতে পারেন।

ধ্রুব। হরি কোথা থাকেন মা? কোথা তাঁর দেখা পাওয়া যায়?

সুনী। যে তাঁকে বড় ভাল বাসে, তাকে হরি সকল স্থানেই দেখা দেন।

ধ্রুব।　　　　গীত।

ব'লে দে ওমা আমায়, কি বলিয়ে ডা'ক্‌ব হরি,
দেখি মা হয় কি না হয়, দয়াময় সেই তোর শ্রীহরি।
প্রাণে ভাল বা'স্‌ব তাঁরে, ডা'ক্‌ব সদা প্রাণ ভ'রে,
দেখি দেখা দেয় কি না দেয়, দয়ার সাগর তোর সে হরি।

সুনী। বাছা, আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীনা অবলা; কি ক'রে ডাক্‌লে দয়াময় দয়া করেন, তা আমি কি ক'রে জা'নব বাবা।

ধ্রুব। (সুরে) মাগো—তোমার পায়ে ধরি,
আমায় দেও মা ব'লে—কে দেবে ব'লে,
কি ব'লে মা, ডা'ক্‌ব হরি।
বড় সাধ হ'য়েছে—মাগো,
প্রাণ ভ'রে ডা'ক্‌ব হরি।

সুনী। (ধ্রুবের মুখ চুম্বন করিয়া) কত কত মুনি ঋষি সংসার আশ্রম ত্যাগ ক'রে, বনবাসে হাজার হাজার বৎসর তপস্যা ক'রে-ও, যাঁর আদি অন্ত পান না, সেই অনাদি অনন্ত হরিসাধনার পথ, আমি কি ক'রে জা'নব বাছা?

ধ্রুব। মাগো, তোমার কাছে হরির কথা শুনে অবধি তাঁকে দে'খ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ যে বড় অস্থির হ'য়েছে।

সুনী। বাছা রে, হরির জন্য প্রাণ যেন চিরদিন এমন-ই অস্থির হয়; তা হ'লে তিনি স্বয়ং এসে দেখা দেবেন।

ধ্রুব। মাগো, যতদিন হরি আমাকে দেখা না দেবেন, ততদিন আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, এক'মনে কেবল তাঁকে-ই ডা'ক্‌ব।

সুনী। পাগল ছেলে, এখন কি তোমার সাধনার সময়? যখন বড় হবে তখন একমনে হরিকে ডে'ক। এখন এস বাবা, কত ভাল ভাল ফল মূল এনে রেখেছি; আহা, সারাদিন না খেয়ে বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। (অঞ্চল দ্বারা ধ্রুবের মুখ মার্জ্জনা)

ধ্রুব। মা-গো, তোমার মুখে হরির কথা শুনে অবধি, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ নাই। হরির দেখা না পেলে, আর কিছু খাবনা মা।

সুনী। ছি বাবা, মায়ের কথা কি ফেল্‌তে আছে?

ধ্রুব। (স্বগতঃ) এখন মাকে আর কিছু ব'ল্‌বনা। (প্রকাশ্যে) কৈ মা, তোমার কথা শুন্‌বনা তা-ত ব'ল্‌ছিনে।

সুনী। তবে চল বাবা, খাবে এখন।

[ধ্রুবের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।—রাজবাটী, সুরুচির কক্ষ।

সুরুচির প্রবেশ।

সুরুচি। ছি ছি এত অপমান——

যতনে-আদরে, তুলি শিরো'পরে,

পরিণামে হায়, চরণে দলন!
এত ভাল বাসা—এত যে সোহাগ—
সকলি চাতুরী—সকলি ছলনা!
জেনেছি সকলি আজি।
সতিনী সুনীতি—কালকূট জ্ঞান হয় যারে,
যার নামে হয় হৃদে ঘৃণার সঞ্চার—
ছায়া যার হেরিলে ভূতলে
পদতলে দলিতে বাসনা,
তার তরে, মোরে অপমান!!
ছি ছি শতধিক্ জীবনে আমার।
ভেবেছিনু মনে—পাঠাইলে বনে
ঘুচিবে জঞ্জাল যত—
একেশ্বরী হ'য়ে, রাজার হৃদয়ে
করিব রাজত্ব অহরহঃ,
রাজার জীবন হইলে বিগত,
প্রাণাধিক উত্তমকুমারে মোর
বসাইব সিংহাসনে—হব রাজ-মাতা আমি—
প্রজাগণ রবে আজ্ঞাবহ।
কুহকিনী, মায়াবলে ছলিল রাজায়,
হায় হায়, সকলি বিফল হবে!
সর্ব্বনাশী সুনীতি সতিনী
পাবে রাজপূজা—
ধ্রুব তার সিংহাসন করিবে শোভন—

আমি দাসী হ'য়ে করিব তাদের সেবা ?
এই কি ললাটে শেষে লিখেছে বিধাতা,
সিংহেতে করিবে হায় শৃগালের পূজা ?

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পরে)

ছি-ছি-ছি-ছি, লজ্জা—ঘৃণা
যুগপৎ করিছে পীড়ন ;
ইচ্ছা হয় আত্মঘাতী হ'য়ে
করি দেহ অবসান।
কিবা গুণ ধরে পাপিনী সুনীতি—
কিসে আমি হীনা তার কাছে ?
উৎফুল্ল যৌবনা আমি—রূপে বিশ্ববিমোহিনী ;
মূর্খ রাজা, না জানে বিচার—
হীরক ফেলিয়া করে কাচে সমাদর,
ধিক্ রাজা—শতধিক্ তায়।

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পরে)

এ লাঞ্ছনা—কথন সবনা প্রাণে,
দেখিব—দেখিব আমি
কত ছলা জানে রাজা।
কালামুখী সতিনীরে করিবে যতন,
মোরে অবহেলা !—কথন হবে না তাহা।

[সুরুচির প্রস্থান ও কিয়ৎপরে রাজার প্রবেশ।

রাজা। কাঁদে প্রাণ দিবানিশি—
আহা, শিশুর সরল প্রাণে কিছুই না জানে,

অমিয় জড়িত আধ আধ বোলে,
জুড়াইল তাপিত হৃদয়,
কোন্ প্রাণে দিনু তায় ভাসা'য়ে পাথারে।
পতিব্রতা সাধ্বী সতী সুনীতি আমার
সহিছে যাতনা কত মোর অবিচারে,
মর্ম্মাহত হবে—
যবে শুনিবে কাহিনী ধ্রুব মুখে।
আসিতে হেথায়, প্রাণ নাহি চাহে আর—
কারা সম জ্ঞান হয় এবে,
কিন্তু মন্ত্রী অনুরোধ—নারিনু এ'ড়াতে।
মন্ত্রী কহে তুষিবারে সুরুচিরে—
প্রাণে কিন্তু করিছে বারণ।
ছি ছি হীনমতি আমি
তা-ই আসি পুনঃ চুম্বিবারে কাল ভুজঙ্গীরে ;
কুসুমিতা লতা ভ্রমে যতনে পুষিনু কালফণী,
বিষে জর্জ্জরিত দেহ, আপাদ মস্তক—
বিষের জ্বলনে প্রাণ জ্বলে নিশিদিন—
দারুণ প্রাণের জ্বালা না পারি সহিতে আর—
তবু তাহে আশ—তবু সে পিপাসা!
ক্ষান্ত হয়ে প্রাণ—কি কাজ তাহাতে আর?
কেন সাধ পরমাদে?
বিষমুখী ভুজঙ্গীরে পালিলে যতনে
ভুলে কি স্বভাব কভু—

অমৃত কি করে উদ্গীরণ?
ছি ছি, স্ত্রৈণ আমি পূত রাজকুলে,
তা-ই এ দুরাশা মনে।
রমণীর তরে অন্ধপ্রায় জ্ঞান-আঁখি,
পাপের তমসা জালে ঘেরিল চৌদিকে
কিছুই না দেখি আর;
উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিছে পরাণে—
শত শত ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িছে প্রাণ—
দেহ হ'তে হৃৎপিণ্ড করিব বিচ্যুত,
সে-ও ভাল, তবু পাপে দিব না প্রশ্রয় পুনঃ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।—বন, সুনীতির কুটীরাভ্যন্তর।
পর্ণশয্যায় নিদ্রিতা সুনীতি ও ধ্রুব।

ধ্রুব। (গাত্রোত্থান করিয়া, স্বগতঃ) মা আমার এখন ঘুমিয়ে আছেন, এই সময় বনে যাওয়া-ই ভাল। জা'নতে পা'রলে মা আমায় কখন-ই যেতে দেবেন না। (দণ্ডায়মান হইয়া) আহা, যখন নিদ্রাভঙ্গ হবে, আমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে মা আমার কত-ই কাতর হবেন; আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কেবল হা ধ্রুব হা ধ্রুব ব'লে বনে বনে কেঁদে বেড়াবেন। কিন্তু কি ক'রব? মায়ের মুখে হরির কথা শুনে অবধি

আমার প্রাণ যেন কেমন হ'য়েছে। হরির দেখা না পেলে আমার মন যে, কিছুতেই শান্ত হ'চ্ছেনা। মা বলেছেন, হরি সকলের পিতা মাতা—হরি দয়াময়। (করযোড়ে) দয়াময় হরি, মা যখন আমার জন্য বড় কাতর হবেন, তখন তুমি-ই তাঁকে রক্ষা ক'র। আমি যতদিন তোমার দেখা না পাব, ততদিন সব ভুলে কেবল তোমার-ই নাম ধ'রে ডা'কৃব। ছোট মা আমায় বাবার কোলে উঠ্‌তে দিলেন না, তাতে আমার দুঃখ নাই। আমি পিতার আদর চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না—রাজসিংহাসন চাই না, আমি চাই সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির চরণ দর্শন। (কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় জননীর দিকে ফিরিয়া) মা আমার রাজরাণী হ'য়ে-ও আজ্ পথের কাঙ্গালিনী; আমাকে পেয়ে মা আমার সকল যন্ত্রণা ভুলে ছিলেন, আহা! আমি বই আমার দুঃখিনী মায়ের যে আর কেউ নাই। (অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে করযোড়ে) দয়াময় হরি, তোমার হাতে আমার দুঃখিনী জননীকে রেখে গেলেম, দে'খ দয়াময়, যেন অভাগিনী প্রাণহারা না হয়। (দুই একপদ অগ্রসর হইয়া) ওঃ! মাকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে, না গেলে-ওত আমার প্রাণের

প্রাণ হরিকে দেখ্‌তে পাবনা ; হরিকে না পেলে-ওত আমার প্রাণের পিপাসা মিট্‌বেনা। (মায়ের দিকে চাহিয়া) মাগো, আমি তোমার অধম সন্তান, বড় দুঃখ রইল যে একটী দিনের তরে-ও তোমাকে সুখী ক'র্‌তে পা'র্‌লেম না। যাই মা, তোমার ঐ পাদ পদ্মের ধূলি লয়ে হরি অন্বেষণে যাই ; (সুনীতির পদধুলি মস্তকে ধারণ) যদি হরির দেখা পাই, আবার তোমার চরণ দর্শন ক'র্‌ব। [প্রস্থান।

সুনী। (স্বপ্নাবেশে) যেওনা বাবা—দুঃখিনী জননীকে একাকিনী ফেলে যেওনা বাবা! (কিয়ৎ-পরে নিদ্রা ভঙ্গে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া) ওহঃ! কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লেম, (পার্শ্বে দৃষ্টিপাত ও ধ্রুবকে না দেখিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া) য়্যাঁ—একি? ধ্রুব কই—ধ্রুব কই? আমার ধ্রুব কোথা গেল? য়্যাঁ—তবে কি স্বপ্ন সত্য হ'ল। (সরোদনে দণ্ডায়মান) ধ্রুবরে—বাপ্‌রে আমার! দুঃখিনীর ধন, তোর অভাগিনী জননীকে কোথায় ফেলে গেলি? বাপ্‌রে—আয় একবার কোলে আয় ; ওরে তুই বই অভাগিনীর যে আর কেউ নাই বাবা। ওরে আর আমায় ছলনা করিস্‌নে। কৈ, এত রাত্রে বাছা-ত আমার কখন-ও একা ঘরের বা'র হয় না ; তবে কি সত্য সত্যই

অভাগিনীর কপাল ভা'ঙ্গল—তবে কি পোড়া অদৃষ্টে স্বপ্নই সত্য হ'ল!

[ব্যস্তভাবে মুনিপত্নীর প্রবেশ।

মু,প। কি হ'য়েছে সখি?

সুনী। (সরোদনে) সখি—সখি, আমার ধ্রুব কোথা গেল? এই যে ধ্রুব আমার কোলে শুয়ে ছিল, কে আমার বাছাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল? সখি, আমার ধ্রুবকে এনে দেও, তা না হ'লে আমি আত্মঘাতী হ'ব।

মু,প। (অঞ্চল দ্বারা সুনীতির চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া) কেঁদনা বোন, এখন-ই ধ্রুব ফিরে আস্‌বে। নিকটে-ই কোথা-ও আছে, চল বরং আমরা এগিয়ে দেখি।

[সুনীতির হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।—অরণ্য।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। এই-ত মহাবনে প্রবেশ ক'র্‌লেম, এখন কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির দেখা পাব? কি ব'লে ডাক্‌লে হরি আমাকে দেখা দেবেন? কাকে এখন হরির কথা জিজ্ঞাসা করি? মা ব'লেছেন,

হরির জন্য প্রাণ উতলা হ'লে, তিনি নিজেই এসে দেখা দেবেন। হরি, তোমাকে দে'খ্‌বার জন্য আমার প্রাণ যে বড় কাতর হয়েছে,—তোমার জন্যে আমার দুঃখিনী মাকে আমি ত্যাগ ক'রে এসেছি, একটীবার দেখা দেও।

[বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক গীত।

গীত।

কোথা আছ হে,
(হরি) দেখা দেও হে।
বল্ দেখি রে লতা পাতা,
জানিস্ যদি হরি কোথা,
(ওরে) দে না ব'লে, যাব সেথা,
হরি দেখিতে।

(নারদের প্রবেশ।

নারদ। (স্বগতঃ) প্রতিদিন প্রত্যূষে এই পথেই আমি হরিদর্শন ক'র্‌তে গিয়ে থাকি, কিন্তু এমন মধুমাখা হরিনাম-ত কখন শুনি নাই। একে বিজন অরণ্য তায় ঊষাকাল, কার কোমল কণ্ঠ হ'তে হরিনাম সুধা নিঃসৃত হ'ল? (ইতস্ততঃ দেখিয়া) ঐ না বৃক্ষের মূলে একটী শিশু দেখ্‌তে পাচ্ছি? ও-ই কি হরিনাম গান ক'র্‌লে? এমন ভক্ত শিশু কে?

একবার ধ্যানস্থ হ'য়ে দেখ্‌তে হ'ল। (কিয়ৎক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকিয়া) ওহঃ—রাজা উত্তানপাদের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র ধ্রুব, বিমাতার কুবচনে অত্যন্ত মনোবেদনা পেয়ে, শ্রীহরি সাধনার জন্য বনে প্রবেশ করেছে। (ঈষৎহাস্যে) শিশু বুদ্ধি কিনা, ভেবেছে হরি ব'ল্‌লেই হরির দেখা পাওয়া যায়। (প্রকাশ্যে) বলি, ওহে বাপু—ও ধ্রুব, তোমাকে যে নিতান্ত পাগল দেখ্‌ছি। এই শৈশব কি তপ জপের সময়? রাজসিংহাসন চাও? ভাল, আমার সঙ্গে চল, সিংহাসন পেলেই-ত হ'ল? তার উপায় আমি ক'র্‌ব।

ধ্রুব। (স্বগতঃ) মা বলেছেন, প্রাণ ভ'রে ডাক্‌লেই হরি দেখা দেন; তবে কি দয়াময় হরি আমার ডাকা শুনে সত্য সত্যই দেখা দিলেন? (করযোড়ে প্রকাশ্যে)

গীত।

(ওহে) হরি বল ছলনা কেন হে,
তোমায় দয়াময় যে সকলে বলে হে।
রাজ সিংহাসনে, আমার কাজ নাই,
তোমার কোমল চরণ, ভরসা মম।
(আমি চাইনা কিছু)

যদি দেখা দিলে, দাসে কৃপা ক'রে,
একবার দাঁড়াও দেখি, আঁখি ভরে।
(ওহে দীননাথ) (ওহে অনাথনাথ)

নার। (স্বগতঃ) মন রে, কিসের অহঙ্কার করিস্? আ'জ্ একবার নয়ন ভরে ভক্ত দেখে জীবন সার্থক কর্। (প্রকাশ্যে)।

বৎস ধ্রুব—
এক মনে তুমি যাঁর করিছ সাধন,
নহি আমি সেই জন;
নারদ আমার নাম—হরি-দাস আমি।

ধ্রুব। হরির সেবক তুমি!
জান তবে হরির সন্ধান;
ঋষিরাজ, ব'লে দেও কৃপা ক'রে—
অবোধ বালক আমি কিছুই না জানি—
কোন্ পথে করিলে গমন
পাব হরি দরশন?

নার। এস বৎস, দেখাইব পথ—
নাহি আর করিব ছলনা।
দিব তোমা সাধন যুকতি
যার বলে—হবে ব্রহ্মজ্ঞান
পাবে ত্বরা নারায়ণে;
এস বৎস——　　[ধ্রুবের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।—মধুবন।

(গান করিতে করিতে নারদ ও তৎপশ্চাতে ধ্রুবের প্রবেশ)

গীত।

হরি গুণ গান,
কর সদা আমার প্রাণ।
প্রকৃতি যাঁহার, মহিমা করে প্রচার,
তাঁরে ভুলনা মন।
বিটপী গিরিকন্দর, বিপিন মরুপ্রান্তর,
দুস্তর মহাসাগর, সকলি তাঁহার-ই গায় ;
চন্দ্র তপন, অনল বারি পবন,
গায় তাঁহার-ই গুণ।

নার। বৎস ধ্রুব, এই অরণ্যের নাম মধুবন ; পরম বৈষ্ণব দেবাদিদেব মহাদেব নিকটেই অবস্থিতি করেন, সেই জন্য এখানে দেবর্ষি মহর্ষিগণের অনেক আশ্রম আছে।

ধ্রুব। দেবর্ষি, আজ্ আমার জন্ম সফল হ'ল ; আপনার কৃপায় মহাত্মা মুনি ঋষিগণের দেবারাধনার স্থান দেখ্‌তে পেলেম। আহা, এমন সুন্দর স্থান-ত কখন দেখিনি।

নার। হাঁ বৎস, প্রকৃতি দেবী তাঁর সমস্ত অলঙ্কার পরিধান ক'রে, সদাই এখানে বিরাজ ক'র্‌ছেন। শোভাময়ী স্বভাবের এমন চিত্তহারী

দৃশ্য আর কোথাও দেখ্‌তে পাবে না, এই জন্য এ স্থান দেবতাদের-ও অতিপ্রিয়।

ধ্রুব। দেবর্ষি! মধুবন দেখে যে আমার হরিতৃষ্ণা আরও প্রবল হ'ল।

নার। ধ্রুবরে! তোমার-ই জীবন সার্থক, সেই জন্য এই শৈশবে-ই সেই অমূল্য নিধিকে চিন্‌তে পেরেছ। যাও বৎস, শ্রীহরি স্মরণ ক'রে (অঙ্গুলি দ্বারা প্রদর্শন) ঐ যমুনার জলে অবগাহন ক'রে এসে দীক্ষা গ্রহণ কর, আমি এখানেই রইলেম্।

[ধ্রুবের প্রস্থান।

নার। (স্বগতঃ) ভগবন্! একি অদ্ভুত লীলা তোমার? কোথায় বালক শৈশব সুলভ চপলতা আশ্রয় ক'রে বাল্যক্রীড়ায় মত্ত থা'ক্‌বে, তা না হ'য়ে কঠোর তপশ্চারণে অভিরুচি!! দাস দাসী—হয় হস্তী রথ পদাতিক সমাকীর্ণ বিবিধ বিলাসের আধার রাজ-প্রাসাদ তুচ্ছ ক'রে, শ্বাপদ-সঙ্কুল বিভীষিকাময়ী অরণ্য বাস আশ্রয়!! জনক জননীর স্নেহময় ক্রোড় উপেক্ষা ক'রে বৃক্ষ লতাদির আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষ!! লীলাময় হরি! তোমার লীলার মর্ম্ম তুমি-ই অবগত আছ। তুমি স্বভাবের নিয়ম

বিপর্য্যস্ত ক'রে হয়কে নয়—নয়কে হয় ক'র্‌ছ। ধন্য মহিমা তোমার—ধন্য তোমার কৌশল! হৃদয়বিহারি! জান-ত নারদের হৃদয় ঐ পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানে না, এ হৃদয়ের এমন স্থান টুকু নাই, যা তোমার সেবায় নিয়োজিত হয় নি, কিন্তু চক্রি! আজ্ বালক ধ্রুবকে দিয়ে আমাকে অদ্ভুত শিক্ষা দিলে; শিশুর নিষ্কলঙ্ক প্রাণে পূর্ণ হরিভক্তি দেখে অনুভব হ'চ্ছে, যেন এতদিন আমি জলভ্রমে মরীচিকা দর্শন ক'রে পিপাসা শান্তির আশা ক'র্‌ছিলেম্, এখন বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি নারদের হৃদয়ে হরিভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি; তবে যে এ অধমকে দেখা দিয়েছ, সে কেবল তোমার-ই অদ্ভুত দয়ার পরিচয় প্রদান ক'র্‌ছে। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু! ধ্রুবকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে, তার গুরুস্থানীয় হবার যোগ্যতা আমার নাই, কিন্তু শিশু হৃদয়ের অদ্ভুত ব্যগ্রতায় মুগ্ধ হ'য়ে, আজ্ তাকে দীক্ষা প্রদান ক'রতে অগ্রসর হয়েছি। দয়াময়! দাসের অপরাধ গ্রহণ ক'র না, যাতে বালক ধ্রুব সত্বর ঐ যুগল পাদপদ্ম দর্শন ক'রে চিত্তের পিপাসা শান্তি ক'র্‌তে পারে, তার উপায় তুমি-ই ক'র।

[ধ্রুবের পুনঃ প্রবেশ ও নারদকে প্রণাম।

নার। বৎস! তোমাকে আমি আর কি আশীর্ব্বাদ ক'র্ব? সেই অনাদি অনন্ত যার হৃদয়ে অহর্নিশি বিরাজ ক'র্ছেন, অন্যের আশীর্ব্বাদে তার কি প্রয়োজন? ধ্রুবরে! সত্বর শ্রীহরির দর্শন লাভ ক'রে চরিতার্থ হও এই আমার একান্ত বাসনা। এখন এস বৎস, শুদ্ধমনা হ'য়ে এই স্থানে উপবেশন কর।

[ধ্রুবের উপবেশন ও তাহার কর্ণে নারদের মন্ত্রদান।

নার। বৎস! সমস্ত বাহ্যবস্তু হ'তে মনকে নিবৃত্ত ক'রে, জগতের আধার স্বরূপ বিষ্ণুতে অবিচলিত ভাবে মন সমাধান ক'র্বে; এইরূপে চিত্তের একাগ্রতা আর আত্মসংযম অভ্যাস হ'লে, ঐ মূলমন্ত্র অবলম্বন ক'রে বিষ্ণুর রূপ ধ্যান ক'র্তে হবে।

ধ্রুব। গুরুদেব! কোন্ রূপের ধ্যান ক'র্লে হরি আমাকে দেখা দেবেন?

নার। (কীর্ত্তনের সুরে)

(সে যে) অপরূপ রূপ,
মরি, মন প্রাণ ভুলান রে।
(কিবা) নব জলধর, বরণ সুন্দর,
কোটী পূর্ণশশী বদনে বিকাশে।
(কিবা পদ্মপলাশ বঙ্কিম নয়ন,)
(কিবা চাঁচর চিকুর কেশ দাম শিরে)

(কিবা শিখিপাখা বাঁধা মুকুট তাহে রে)
(সে যে) চতুর্ভুজ হরি, পীতাম্বর ধারী,
সুন্দর সুঠাম ত্রিভঙ্গ মুরারি।
(কিবা) বনমালা, শ্রীকণ্ঠে দোলেরে,
ধ্রুবরে——
এমন পাগল করা রূপ দেখিনা রে।

ধ্রুব। গুরুদেব ! আজ্ আমি ধন্য হ'লেম—আজ্ আমার বড় সাধের ধন শ্রীহরি দর্শনের পথ পেলেম।

নার। বৎস ধ্রুব! তুমি আরাধনায় ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পা'র্‌লেই, তিনি স্বয়ং এসে দেখা দেবেন। এখন তবে আমি বিদায় হই, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে এখানে ইষ্টদেবের আরাধনা কর।

ধ্রুব। (সুরে) যাবে যাও, বলে যাও,
দাসে কভু ভুলিবে না,
যদি হরির দেখা, পাওহে ঋষি
ব'ল তাঁয়, যেন একবার দেখা পাই,
সেই চরণে——

নার। বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রে একমনে তাঁর ধ্যান ক'র্‌লে ভক্তবৎসল শ্রীহরি শীঘ্র দেখা দেবেন। তবে আমি এখন চ'ল্‌লেম, কোন চিন্তা ক'র না।

[নারদের প্রস্থান ও ধ্রুবের যোগাসনে ধ্যান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—বন, সুনীতির কুটীরের সম্মুখ।

(বিষণ্ণভাবে সুনীতি উপবিষ্টা)

গীত।

কি দোষে বল রে বিধি, দিতেছ এত যাতনা,
অবলা সরল প্রাণে, সহেনা আর সহেনা।
কি ফল বল দাহনে, বধ রে বধ রে প্রাণে,
জীব লীলা অবসানে, ঘুচে যদি এ বেদনা।
অবলা হৃদয়মণি, প্রিয়পতি গুণমণি,
ত্যজে সে অমূল্যমণি, আইলাম বনে ;
যদি বা দিলে কাননে, কৃপা ক'রে ধ্রুব ধনে,
বল পুনঃ কি কারণে করিলে তাহে বঞ্চনা।

সুনী। হা বিধাতঃ!

কতই যাতনা তুমি লিখেছ ললাটে——
রাজার দুহিতা—ছিনু রাজরাণী,
অনাথিনী আমি এবে।
আহা! কত ভাল বাসিতেন পতি—
কতই সোহাগে কাটাইনু কাল
পতি সহবাসে ; স্মরিলে সে সব কথা
বড়ই বেদনা পাই প্রাণে।
গ্রহদোষে পতিপ্রেমে হইনু বঞ্চিত—
পাঠাইলা পতি চির নির্ব্বাসনে,

পুনঃ অদৃষ্টেরি ফলে, পেয়ে কোলে ধ্রুব ধনে
ভুলিনু যাতনা যত,
কি পাপে আবার কেড়ে নিলি তায়
নয়নের মণি মোর ?
হা ধ্রুব—হা বৎস! কোথা গেলি তুই,
ভাসায়ে জননী তোর অকূল পাথারে ?
আহা! কত ব্যথা পাইতে যে প্রাণে
হেরিলে শোকাশ্রুবিন্দু নয়নে আমার—
আজি কোথা গেলি তুই—
কে মুছাবে নয়নের ধারা মোর ?
ধ্রুব রে—প্রাণের তনয় মোর—
কোথায় লুকালি আজি ?
ধ্রুব রে—ধ্রুব রে—বাপ্‌রে আমার——

[সুনীতির মূর্চ্ছা ও কিয়ৎ পরে হরিগুণ গান
করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।

গীত।

হরি হরি বল রসনা,
(তাহে) ঘুচিবে ভব যাতনা।
মুখে বল হরি, হৃদে জপ হরি,
আহারে বিহারে, বল হরি হরি ;
শয়নে স্বপনে, ভাব রে শ্রীহরি,
শমনে ভয় রবে না।

নার। এই ত রাজমহিষী সুনীতির আশ্রমে উপস্থিত হ'লেম। নিদ্রাভঙ্গে ধ্রুবকে দেখ্‌তে না পেয়ে মা জানি জননীর প্রাণ কতই ব্যাকুল হ'য়েছে। আহা! রাজভোগে, পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হ'য়ে বন-বাসিনী হ'লেন—কত যন্ত্রণার পরে ভগবান ধ্রুবরত্ন প্রদান ক'রে, তাঁর যাতনার ভার লাঘব ক'র্‌লেন, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব, বিধাতার লিখনে হতভাগিনী সে রত্নটীতেও বঞ্চিতা হ'ল। এখন যাই, কোনও প্রকারে শোকাকুলা জননীকে সান্ত্বনা প্রদান ক'রে তাঁর জীবন রক্ষা ক'র্‌তে হবে। (সুনীতিকে দেখিয়া) একি! এই-ত সুনীতির দেহ ভূতলশায়িনী দেখ্‌ছি; পুত্রশোকে অধীরা হ'য়ে কি জীবলীলা সাঙ্গ ক'র্‌লেন? (নাসিকায় হস্তপ্রদান করিয়া) না—না এ মূর্চ্ছা, জীবনের লক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশ পা'চ্ছে। (কমণ্ডলু হইতে সুনীতির মস্তকে জল সেচন) এই যে রাজ্ঞী চেতনা লাভ ক'রেছেন;

বৎসে সুনীতি,
উঠ মাতা, উঠ একবার,
আনিয়াছি ধ্রুবের সংবাদ আমি;
ধৈর্য্য ধ'রে শুনিলে সে কথা,
যত ব্যথা ঘুচিবে এখনি।

সুনী। (উঠিয়া) ক'ই—কে শুনালে ধ্রুব-কথা মোরে ?
ধ্রুব ক'ই - ধ্রুব ক'ই—
কোথাও না দেখি তায়—
কোথায় লুকালি ধ্রুবমণি—নয়নের তারা মোর—

নার। ধৈর্য্য ধর রাণি—
ধ্রুব তব আছে নিরাপদে।

সুনী। (প্রণাম করিয়া) কে তুমি ? দেব হেন গণি,
আইলে ধরায় বুঝি
লুকাইয়ে ধ্রুব মোর ত্রিদিব মণ্ডলে ?

নার। দেবর্ষি নারদ আমি—

সুনী। (গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে)
ক্ষম ঋষি—
ধ্রুব হারা হ'য়ে,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে অন্ধপ্রায় আঁখি দুটী।

নার। মা! তুমি বড়ই সৌভাগ্যবতী ;
কত পুণ্য ছিল, সেই ফলে পুত্ররূপে
লভিয়াছ ধ্রুবধনে।
পরম বৈষ্ণব শিশু, রত হরি ধ্যানে,
যমুনা পুলিনে—মধুবনে ;
হরি তায় করেন রক্ষণ—চিন্তা নাহি কর সতি।

সুনী। (সরোদনে) বাছা মোর অতি শিশু—
নিতান্ত কোমল তার প্রাণ,
সাধনার ক্লেশ, মরি কেমনে সহিবে ধ্রুবমণি ?
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যবে, হইবে কাতর তার প্রাণ,
কে দিবে বদনে তুলে ফল মূল, মুনি ?

নার। বাহ্য জ্ঞান শূন্য শিশু—অদ্ভুত ব্যাপার,
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা তার;
হেন ভক্ত দেখি নাই কভু।

সুনী। মুনিবর! দেখাও আমারে পথ—
যথা ধ্রুব মোর মগ্ন হরি ধ্যানে।
যাব না নিকটে ঋষি—
দূরে থাকি চাঁদমুখ হেরি অহরহঃ
জুড়াব তাপিত প্রাণী।

নার। না মা, তুমি সেখানে গেলে ধ্রুবের সাধনার ব্যাঘাত হবে। পরম বৈষ্ণব পুত্রের সাধনায় বাধা দিয়ে পাতক সঞ্চয় ক'র না। শ্রীহরির কৃপা ধ্রুবকে রক্ষা ক'র্‌বে।

সুনী। ঋষিবর! সকলই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু প্রাণ যে প্রবোধ মানে না।

নার। মা, আশ্বস্তা হও; আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, তুমি অবিলম্বে পতিপ্রেমাধিকারিণী হবে, আর তপস্যা শেষ হ'লে আবার ধ্রুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এখন তবে যাই মা, কোন চিন্তা ক'র না।

[নারদ ও তৎপশ্চাৎ সুনীতির প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।—অমরাবতী, ইন্দ্র সভা।

দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ।

নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও গীত।

পিয়াসা প্রাণের তরে, শুধু কোথা প্রাণ পাওয়া যায়,
প্রাণ না দিলে প্রাণ কি মিলে, প্রাণ ত হাটে কেনা না যায়।
প্রাণের তরে যদি আশা, প্রাণের চাই প্রাণে বাসা,
প্রাণের বদল প্রাণ না পেলে, পরে কিলো প্রাণ দিতে চায়।

[দেবদূতের প্রবেশ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

দে, দূ। দেবরাজের জয় হ'ক।

ইন্দ্র। দেবদূত! ত্রিলোকের কুশল ত?

দে, দূ। দেবরাজ! আপনার অখণ্ড প্রতাপে সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ ক'র্‌ছে, কিন্তু মর্ত্ত্যে একটী অদ্ভুত ঘটনা দেখে মনে বড় শঙ্কার উদয় হ'য়েছে।

ইন্দ্র। নরসাধ্য এমন কি কার্য্য হ'তে পারে, যা দেখে দেবদূতেরও হৃদয় কম্পিত হয়?

দে, দূ। রাজন্! যমুনা তীরবর্ত্তী মধুবনে দে'খ্‌লেম, রাজা উত্তানপাদের পুত্র বালক ধ্রুব ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের আরাধনা ক'র্‌ছে। দেবকার্য্যে নিরত থেকে আমি সর্ব্বদা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, ত্রিভুবন ভ্রমণ ক'রেছি—কত শত তীর্থ মহা-তীর্থ দর্শন ক'রেছি—অসংখ্য দেবর্ষি মহর্ষির

তপস্যাও দেখেছি, কিন্তু রাজন্! ধ্রুবের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত মহাতপস্বী কস্মিন্ কালেও আমার নয়ন গোচর হয়নি।

ইন্দ্র। শৈশবে রাজপুত্র ধ্রুবের বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ কি শুন্‌লে?

দে, দূ। শুন্‌লেম, বিমাতার ছলনায় রাজ-সিংহাসন লাভে বঞ্চিত হ'য়ে, ধ্রুব উচ্চতর পদ পাবার আশায় ভগবানের তপস্যা ক'র্‌ছে; সেই জন্য আশঙ্কা হয়—স্বর্গরাজ্য-ত ধ্রুবের লক্ষ্য নয়?

ইন্দ্র। (সহাস্যে) শিশুর তপস্যা ফলে স্বর্গরাজ্য লাভ!! সে কেমন তপস্যা দূত?

দে, দূ। রাজন্! বালক ধ্রুব ইতিমধ্যেই সমস্ত বাহ্যবস্তু হ'তে মন আকর্ষণ ক'রে ভগবান বিষ্ণুকে হৃদয়গত ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছে; এখন বসুমতী বালক তপস্বীর ভার বহন ক'র্‌তে অক্ষম হ'য়েছেন। ধ্রুব যখন যে পদে ভর দিয়ে দাঁড়ান, তখন পৃথিবীর সেই অৰ্দ্ধ নত হয়, উভয় পদাঙ্গুষ্ঠে ভর ক'রে যখন তপস্যা করেন, তখন পৰ্ব্বত নদ নদী সাগর মহা-সাগর সহ বসুধা কম্পান্বিতা হ'তে থাকেন। দেবরাজ! এমন মহাতাপস আর কখন নয়নগোচর হয় নি।

[চন্দ্র, বরুণ, বায়ু ও যমের প্রবেশ।

সকলে। দেবরাজের জয় হ'ক।

ইন্দ্র। (গাত্রোত্থান করিয়া) আজ্ আমার পরম সৌভাগ্য, সেই জন্য একত্রে আপনাদের দর্শন লাভ হ'ল।

বরুণ। সম্প্রতি একটী বড় আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হ'য়েছে, তার-ই প্রতিবিধানের আশায় আপনার নিকটে এসেছি।

ইন্দ্র। (শশব্যস্তে) কি আশঙ্কা জলরাজ ?

বরুণ। মর্ত্ত্যলোকে রাজা উত্তানপাদের শিশু পুত্র ধ্রুবের অদ্ভুত তপস্যা দেখে মন বড়ই উদ্বিগ্ন হ'য়েছে। জানিনা বৈকুণ্ঠনাথকে প্রসন্ন ক'রে আমাদের মধ্যে কার সিংহাসন অধিকার ক'র্‌বে।

যম। ওহে জলরাজ, তোমাদের আর আশঙ্কা কি ? আমাকেই দেখ্‌ছি এবারে সিংহাসন ভ্রষ্ট হ'তে হবে। তোমরা কি জান না, যে যমের প্রতি-ই নরলোকের অধিক আক্রোশ।

ইন্দ্র। দেবগণ, আমিও এইমাত্র ধ্রুবের তপস্যার বিষয় শুন্‌ছিলেম, যা হ'ক এখন কোন উপায়ে তার তপস্যা ভঙ্গ ক'রতে না পা'র্‌লে, জানি না আবার কাকে বিপদে প'ড়তে হয়।

বরুণ। সেই জন্য-ইত আপনার কাছে আসা হয়েছে; এখন যা হয় একটা সদুপায় ক'রে দুশ্চিন্তা হ'তে আমাদের রক্ষা করুন।

ইন্দ্র। একটা সামান্য নরশিশুর তপস্যা ভঙ্গ করা তুচ্ছ কথা, তার জন্য আপনাদের উদ্বিগ্ন হবার আবশ্যক নাই।

বরুণ। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন, আপনার আশ্বাস বাক্যে আমাদের চিন্তার ভার অনেক লাঘব হ'ল।

ইন্দ্র। (দূতের প্রতি) দূত! তুমি অবিলম্বে মায়াধর আর নর্ত্তকীগণকে মধুবনে প্রেরণ কর; তাদের আমার এই আদেশ জ্ঞাপন ক'র, যেরূপে হয় সত্বর ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ ক'রে প্রত্যাগমন করে।

দূত। দেবরাজের আদেশ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। চলুন দেবগণ, আমরাও বরং অন্তরীক্ষ থেকে সমস্ত ঘটনা দর্শন ক'রব।

সকলে। এ অতি উত্তম প্রস্তাব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।—রাজবাটী, সুরুচির কক্ষ।

বিষণ্ণভাবে সুরুচি উপবিষ্টা।

গীত।

ওরে বিধি কেন কাঁদালে আমায়,
মরি হায় জ্বলিয়ে জ্বালায়।

পাপের বিষম ভারে, প্রাণ যে কেমন করে,
কি করিতে কিবা হ'ল, বুঝি প্রাণ যায়।

সুরুচি। (স্বগতঃ) পতির স্নেহ মমতা একাকী সম্ভোগ ক'র্ব ব'লে, কৌশল ক'রে সুনীতিকে নির্ব্বাসিত ক'র্লেম, কিন্তু এমন-ই অদৃষ্ট, যে সেই দিন থেকে পতিস্নেহ হ্রাস হ'তে লাগ্ল, পরে মৃগয়া-ছলে বনে গমন ক'রে সুনীতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছেন শুনে, মহারাজকে কতই লাঞ্ছনা দিয়েছি, পুনরায় প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ক'রে তাঁর বনে যাওয়া রহিত ক'রেছি; তার পরে ধ্রুব পিতৃ দর্শনে এসেছিল —মহারাজ তাকে কোলে নিতে যাচ্ছিলেন, তাতে-ও বাধা দিয়েছি; কিন্তু হায়! সকলই বৃথা হ'ল। মহারাজ এখন এম্নি হ'য়েছেন, যে আমার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়া'তে চান না—কোথাও আমাকে দেখ্লেই সেখান থেকে চলে যান—এখন যেন আমি মহারাজের দুটী চ'খের বিষ হ'য়েছি। (দীর্ঘনিশ্বাস)

এত যে ভাল বা'স্‌তেন, এখন তার চিহ্নটী পর্য্যন্ত নাই; এখন মহারাজ মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার প্রদান ক'রে, দিবানিশি হা সুনীতি হা সুনীতি ক'র্‌ছেন। হায় হায়—কি ক'র্‌তে গেলেম কি হ'ল। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) দিদি-ত কখন আমার কোন মন্দ করেন নি, আমি-ই বরং তাঁর কাছ থেকে মহারাজকে কেড়ে নিয়েছিলেম; তাতে-ও তিনি একদিনের তরে আমাকে অযত্ন ক'র্‌তেন না। আমিই পাপীয়সী—আমি-ই নিরপরাধে তাঁকে বনে পাঠিয়েছি; আমার পাপে না জানি সেখানে কত কষ্টই পা'চ্ছেন! হায়, এখন আমার সেই মহাপাতকের ফলভোগ হ'চ্ছে। দিদি! একবার এস—একবার দেখে যাও, তোমার পাপীয়সী ভগিনীর কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে। ওহঃ! আর আমার রাজভোগে কাজ নাই, আমি বনে গিয়ে তোমার পদ সেবা ক'র্‌ব, সে-ও আমার সুখের হবে—আর তা হ'লেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। (কিয়ংক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আজ্‌ আমি অনেক অনুনয় ক'রে মহারাজকে ডেকে পা'ঠিয়েছি, যদি অনুগ্রহ করে দাসীকে একবার দেখা দেন, তা হ'লে তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব, আর তাঁর অনুমতি নিয়ে

দিদির কাছে যাব, (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই যে মহারাজ আস্‌ছেন।

[রাজার প্রবেশ।

সুরুচি। (উঠিয়া রাজার পদধারণ) মহারাজ! আমি পাপীয়সী, এই পাপীয়সীর পাপে-ই দিদি বিনাপরাধে নির্ব্বাসিতা হ'য়েছেন—এই পাপীয়সীর পাপে-ই তোমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে। নাথ! আর পাপে প্রবৃত্তি নাই—পাপের জ্বালায় হৃদয় জর্জ্জরিত হয়েছে, এখন তুমি ক্ষমা ক'রে আমায় বিষম যন্ত্রণা হ'তে রক্ষা কর ; তুমি ক্ষমা ক'র্‌লে আমি বনে গিয়ে দিদির দাসী হ'য়ে থা'ক্‌ব, তা হ'লেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে ; ওহঃ! আর যাতনা সহ্য হয় না।

গীত।

নাথ, রাখহে জীবনে।
বিষম বিরহ-শেল, বাজিছে মরমে
যাতনা অনলে মরি, দহিছে পরাণে,
অবিরল ঝরে বারি, যুগল নয়নে,
আর ত সহেনা প্রাণে।
আগে ত বুঝি নাই, পতি কি রতন,
পতির সোহাগ প্রেম, পতির যতন ;

বুঝেছি সকলি এবে, নাহি করি ছল,
প্রাণ যেন প্রাণহারা, কেমনি বিকল,
দিয়োনা বেদনা আর, বধিয়ে কি ফল,
ক্ষমহে ধরি চরণে।

(রাজার চরণ ধারণ)।

রাজা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক সুরুচিকে উত্তোলন) ওহঃ! সুরুচি, আজ্ তোমার জ্ঞানের সঞ্চার দেখে বড় সুখী হ'লেম। এতদিন তোমার-ই বিষে দুটী হৃদয় জর্জ্জরিত হ'য়েছে। ওহঃ! তোমার পতি জনসমাজে ঘৃণিত হ'য়েছে,—দুধের বালক ধ্রুব, আহা কত কষ্টই পা'চ্ছে, আর সুনীতি—ওহঃ! হতভাগিনী পতিপুত্রে বঞ্চিতা হ'য়ে বনবাসে হাহাকার ক'র্‌ছে। সুরুচি! কেন তোমার এমন কুমতি হ'ল—কেন তোমার কোমল হাত থেকে বিষবাণ নিক্ষিপ্ত হ'ল?

সুরুচি। (করযোড়ে) মহারাজ! আর গঞ্জনা দিয়োনা। আমি এখন সকল-ই বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি; পূর্ব্বাপর সকল কথা মনে উঠে আমার হৃদয় খাক্ হ'য়ে যা'চ্ছে। মহারাজ! আর যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারিনে। তুমি আর দিদি আমাকে ক্ষমা না ক'র্‌লে, আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণার শেষ ক'র্‌ব।

রাজা। প্রিয়ে! স্থির হও, আমি তোমার সকল অপরাধ বিস্মৃত হব।

সুরুচি। নাথ! দাসীকে যদি ক্ষমা ক'র্‌লে, তবে অনুমতি দেও, আমি স্বয়ং বনে গিয়ে পায়ে ধ'রে দিদিকে আ'ন্‌ব।

রাজা। সুরুচি—সুরুচি! ওহঃ—কেন তবে এত যাতনা দিলে?

সুরুচি। মহারাজ! আগে বুঝ্‌তে পারিনি—এখন বুঝ্‌তে পা'রছি, ঐশ্বর্য্য কিছুই নয়—মান সম্ভ্রম কিছুই নয়, পতির আদর স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব ধন, আমি পাপীয়সী, সেই অমূল্য ধনে দিদিকে বঞ্চিত ক'র্‌তে গিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়েছি।

রাজা। প্রিয়ে! আজ্ আমি বড় সুখী হলেম—আজ্ তুমি আমার হৃদয়ের অনল নির্ব্বাণ ক'র্‌লে। চল প্রিয়ে, আমি-ও তোমার সঙ্গে সুনীতির নিকটে গমন ক'র্‌ব। এস, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

[সুরুচির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।—মধুবন।

যোগাসনে ধ্যাননিমগ্ন ধ্রুব।

গান করিতে করিতে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

গীত।

আয়লো সবে ত্বরা ক'রে, চাঁদের তরে যাই সবাই,
সোনার চাঁদে ধ'র্‌ব ফাঁদে, প্রেম শিকলে বাঁ'ধব তায়।
চাঁদের আলো ভাল বাসি, চাঁদ ধরিতে তাইতে আসি,
চাঁদে ল'য়ে ক'র্‌ব খেলা, দেখ্‌ব কেমন খেলে ভাই।

উর্ব্বশী। ওলো তিলোত্তমা, আমাদের দেবরাজের দেখ্‌ছি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হ'য়েছে।

তিলোত্তমা। সত্যি বলেছিস্‌ ভাই; এই দুগ্ধপোষ্য বালক, এর ধ্যান ভঙ্গের জন্য আমাদের পাঠালেন কেন?

উর্ব্বশী। ছি ছি ছি কি লজ্জার কথা! ছেলেটীকে দেখ্‌লে বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়।

তিল। সত্যি ভাই, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে ছেলেটীকে কোলে নিই। আহা! অনাহারে বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে।

উর্ব্বশী। চল ভাই, দেবরাজকে বলিগে, যে এ কাজ আমাদের দিয়ে হবে না।

তিল। আমি বরং ছেলেটীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, যদি আমাদের কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চিত থাকে তার-ই বলে ধ্রুব যেন নারায়ণের দর্শন লাভ করে। চল ভাই, সেই মুখপোড়া মায়াধরকে পাঠিয়ে দিইগে—আজ্ দেখ্ব তার মায়াবিদ্যার কেমন প্রভাব!!

[সকলের প্রস্থান ও কিয়ৎপরে
গান করিতে করিতে মায়াধরের প্রবেশ।

গীত।

পোড়া পেটে হয় যে বাদী, রইতে না দেয় দুদিন ঘরে,
পোড়া বিধির দেখা পেলে, মজাটা যে দেখাই তারে।
প্রাণের বঁধু রইল ঘরে, বেড়াই আমি রাজ্যি ঘুরে,
চাকরি হায় কি ঝকমারি, হেঁচ্‌কা টানে প্রাণে মারে।

মায়া। হা-হা-হা! এই ছোঁড়াটাই কি সেই ধ্রুব নাকি? আমাদের দেবরাজের সত্যি সত্যিই বুদ্ধি লোপ হয়েছে। ছোঁড়াটার কান্ ধ'রে দুগালে দুটো থাবড়া কসিয়ে দিলেই, ওর তপ্ ফপ্ উল্‌টে যায়; তা নয়, এর-ই জন্যে আবার মায়া প্রকাশ ক'র্‌তে হবে। মশা মা'র্‌তে কামান পাতা হ'য়েছে। (ধ্রুবের প্রতি) হাঁরে—ও ছোঁড়া—ও হতভাগা ছোঁড়া! মর্—ছোঁড়াটার কি বাক্‌রোধ হ'য়েছে নাকি? ওহে বাপু, কথা কও আর নাই কও, তোমার

ভণ্ডামি ছা'ড়তেই হবে ; আমি-ত আর মাগী নই, যে চাঁদ মুখ দেখে ভুলব। শর্ম্মা যখন এসেছেন, তখন একখানা না ক'রে যাচ্ছেন না। আঃ ম'ল-যা —তবু চ'খ বুজিয়ে হাঁ ক'রে রইলি। না— ছোড়াটা দেখ্‌ছি নেহাৎ বজ্জাৎ—সহজে ঠিক হবার নয়। (একটু চিন্তা করিয়া) এক কাজ করা যাক্, মায়া প্রভাবে ওর মাকে সৃষ্টি করি, সে একটু চ'খের জল ফেল্‌লে ছোঁড়া এখনি সব ছা'ড়বে।

গীত।

কোন্ জহরি দুনিয়াদারি, করেরে এমন রে,
জারি জুরি হর্ রকমারি, পাবে না কোথাও রে।
মন্ত্র তন্ত্র ফুঁকো ফাঁকা, জন্মবাঁঝায় দেয়গো খোকা,
সুবোধে বানায় বোকা, বুজরুকি এমন রে।

(গীতান্তে মায়াদণ্ড দ্বারা তিনবার মৃত্তিকা স্পর্শ।)

মায়া। একটু আড়ালে থেকে দেখা যাক্।

[মায়াধরের অন্তরালে অবস্থিতি ও
মায়াসুনীতির প্রবেশ।

গীত।

কি দোষেরে যাদুমণি, কাঁদালে মায়েরে,
জাননা কত যাতনা, দহিছে অন্তরে।
হারাইয়ে তোমা ধনে, দিবানিশি ভ্রমি বনে,
অসহ বেদনা প্রাণে, ভাসি আঁখিনীরে।

(গীতান্তে ধ্রুবের নিকটে আসিয়া।)

মা-সু। বাছা ধ্রুব! আর মায়ের প্রাণে যাতনা দিস্‌নে, তোর ঐ চাঁদ মুখ না দেখে আমার যে আহার নিদ্রা ত্যাগ হ'য়েছে। বাপ্‌রে! বিমাতার কথায় ব্যথা পেয়ে তোর অভাগিনী জননীর প্রাণে ব্যথা দেওয়া কি উচিত? আমার যে আর কেউ নেই বাপ্! দশমাস দশদিন জঠরে ধ'রে, কতকষ্টে তোরে লালন পালন করেছি, এই কি তার প্রতিফল দিলি? বাছারে! অনাহারে তোর সোনার কান্তি মলিন হ'য়েছে, বনবাসে কঠোর তপস্যার কি এই সময়? আয় বাপ্—আমার অঞ্চলের নিধি! একবার কোলে ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি। বাপ্‌রে! দুঃখিনী মায়ের কথা অবহেলা করিস্ নে—আর প্রাণে ব্যথা দিস্‌নে, আমি যে আর যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারিনে বাবা! চল বাবা—তপস্যা ত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে চল, এখনও যদি আমার কথা না রাখ, তবে তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণার শেষ ক'র্‌ব।

[মায়াধরের পুনঃ প্রবেশ ও মায়াসুনীতির প্রস্থান।

মায়া। বাপ্‌রে, ছোঁড়াটা কি হে!! না—

সহজে হ'চ্ছে না—একটু ভয় দেখাতে হ'চ্ছে। (মায়া দণ্ড ভূতলে স্পর্শ করিয়া অন্তরালে অবস্থিতি)

(বিকট চীৎকার করিতে করিতে মায়ারাক্ষসগণের প্রবেশ, এবং ধ্রুবকে নানা প্রকারে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্থান। মায়াধরের পুনঃ প্রবেশ।)

মায়া। (সবিস্ময়ে) য়্যাঁ—একেবারে অবাক ক'র্‌লে—সকলই ব্যর্থ হ'ল! হায় হায় হায়—কি ক'রে দেবরাজের কাছে মুখ দেখাব! এত দর্প ক'রে এসেছিলেম, সকলই বিফল হ'ল! (একদৃষ্টে ধ্রুবকে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! কি অদ্ভুত হরিভক্তি দেখ্‌লেম। এমন ভক্তের তপস্যায় বাধা দেবার জন্যে দেবরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন!! দেবরাজের কথা শুনে আসাটা ভাল হয়নি দেখ্‌ছি; পরে কি নিজের প্রাণটা নিয়ে টান্ প'ড়বে!! বাবা, কথা-ত সহজ নয়—হরি আরাধনায় বাধা দেওয়া; দূর হ'ক্, দেবরাজকে বলিগে, যে এ কাজ আমায় দিয়ে হবে না—আমি ত আমি, আমার চোদ্দ-পুরুষ এক সঙ্গে এলেও ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ ক'র্‌তে, পা'র্‌বে না। আর যাকে ইচ্ছা হয় পাঠান—আপনি বাঁ'চ্‌লে বাপের নাম!! [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। অমরাবতী, কক্ষ।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। সকল চেষ্টাই বিফল হ'ল—কেউ ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ ক'র্‌তে পা'র্‌লে না!! ওহঃ, সাগর-প্রমুখা নদীর গতি রোধ করে কার সাধ্য! ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে অহর্নিশি বিরাজ ক'র্‌ছেন, আপদ বিপদ বাধা বিঘ্ন তাকে স্পর্শ ক'র্‌তে পা'র্‌বে কেন? এখন বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি—ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গের আশা বৃথা। তবে কি এত দিনের পরে সত্য সত্যই আমার অমরাবতী ত্যাগ ক'র্‌তে হবে—আমাকে ভিখারীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ ক'র্‌তে হবে! এই কি আমার অদৃষ্টের পরিণাম! (পরিক্রমণ) না—কখনই না, যদি ত্রিভুবন একত্রিত হয়, ইন্দ্রের হৃদয় তাতে-ও কম্পিত হবে না; দেখ্‌ব, কার সাধ্য স্বর্গ-সিংহাসন স্পর্শ করে। (পরিক্রমণ) ওহঃ—আমি কি উন্মাদ হ'লেম, ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাসনা!! (করযোড়ে) ভগবন্! দাসের অপরাধ ক্ষমা ক'র, তুমি-ত অন্তর্যামী, আমার মনের ভিতরে যে কি হ'চ্ছে, তা-ত সকলই দেখ্‌তে পা'চ্ছ। হায় হায়, ইন্দ্রের পরিণাম এই হ'ল!—দেবলোকের শাসন দণ্ড

ত্যাগ ক'রে, পথের ভিখারী হ'তে হবে—অমরাবতী ত্যাগ ক'রে অরণ্য বাস আশ্রয় ক'র্‌তে হবে!!

[প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। দেবরাজ! চন্দ্র যম বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ দ্বারে অপেক্ষা ক'র্‌ছেন।

ইন্দ্র। ভাল-ই হয়েছে, চল তাঁদের নিয়ে আসি।

[ইন্দ্র ও প্রতিহারীর প্রস্থান ও দেবগণকে লইয়া ইন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

ইন্দ্র। ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গের সকল চেষ্টাই-ত বিফল হ'ল—এখন কি উপায় করা যায়?

যম। আমার-ত জিয়ন্ত মানুষের উপরে কোন অধিকার নাই, তা থা'ক্‌লে কি এতদূর হ'তে দি?

চন্দ্র। পবনদেব ইচ্ছা ক'র্‌লে, সহজেই ধ্রুবকে যমরাজের হাতে দিতে পারেন।

পবন। কি ক'রে?

চন্দ্র। কেন? তার দেহে প্রবেশ ক'র না, তা হ'লেই শ্বাস রোধ হ'য়ে ম'র্‌বে।

পবন। (ঈষৎহাস্যে) সে পথ কি ভা'ব্‌তে বাকি রেখেছি, তা যে হবার উপায় নাই। ধ্রুব যোগবলে পঞ্চভূতকে আয়ত্বাধীন করেছে, এখন তার জীবন বিষ্ণুগত।

(সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ।)

ইন্দ্র। আর-ত উপায় দেখিনে, চিন্তার ভার-ও অসহ্য হয়েছে, এখন এক কাজ্ ক'রে দেখ্‌লে হয় না?

সকলে। (ব্যগ্রভাবে) কি কি—শীঘ্র বলুন কি ক'র্‌তে হবে?

ইন্দ্র। চলুন, সকলে গিয়ে কমলাপতির শরণাগত হই; তিনি যদি আমাদের দয়া করেন, তবেই মঙ্গল—

চন্দ্র। এ অতি সৎপরামর্শ, চলুন তবে আর বিলম্বে কাজ নাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—বন, সুনীতির কুটীরের সম্মুখ।

সুনীতি ও মুনিপত্নী।

সুনী। যাই তবে সই, পতির আবাসে পুনঃ
ত্যজে সুখ-সঙ্গ তব।
ছিলনাক আশা কভু এ পোড়া হৃদয়ে,
পতিরে পাইব পুনঃ—
পতি সহবাসে পুনঃ কাটাইব কাল।
বিধাতা সদয় যদি এত,

করহ আশীষ সই,
যতদিন দেহে রবে প্রাণ
বিধাতার কৃপা যেন নাহি টুটে কভু।
যাতনায় জর জর প্রাণ—
নারিব সহিতে সখি যাতনা আবার।

মু-প　থাক সুখে পতি লয়ে—পতি সহবাসে।
দীননাথ ! করুণা আধার তুমি,
রেখ সুখে সুনীতিরে—এই ভিক্ষা চাই।

সুনী।　আহা সখি, ছিনু যবে দুঃখেতে মগন,
ছিলে তুমি ভরসা কেবলি ;
ওহঃ—প্রাণের যাতনা যত, কতই যতনে
তাড়াইতে দূরে—
মরমে রয়েছে গাঁথা সব কথা সই।
ত্যজিয়ে তোমারে আজি এ কানন মাঝে
যাইতে না সরে মন—
প্রাণ যে কেমন করে—
যাইব কেমনে সই ত্যজিয়ে তোমারে।

(মুনিপত্নীর কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন)

মু-প।　শুভদিন আজি—
শুভ যাত্রা তব পতির সদনে।
হেন শুভক্ষণে ক'রনা রোদন সই,
সুধামাখা হাসি, মাখাও বদনে—

নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী, হেরিতে বাসনা
নিরবধি ছিল মনে,
সে আশা পুরাও সখি এবে—
শুভদিন আজি।

সুনী। বাছা মোর করে তপ যমুনা পুলিনে,
আহা! কত কঠোরতা সহে তার প্রাণে,
মা হ'য়ে কেমনে বল—
কোন্ প্রাণে রহিব সেখানে
রাজভোগে?

মু-প। ধ্রুব তব পুণ্যবান অতি—
পুণ্যবতী—তাহার জননী তুমি।
নরলোকে অপূর্ব্ব কাহিনী—
দুধের বালক ধ্রুব মহাতপে রত—
ক'রেছে হৃদয়গত শ্রীমধুসূদনে।
তপস্যার কাল হইলে বিগত,
পুনঃ পাবে দরশন—চিন্তা কেন তাহে, সখি?

[রাজা ও সুরুচির প্রবেশ।

রাজা। দেবি! দৈবনিগ্রহে সুনীতি নির্ব্বাসিতা হ'য়েছিলেন, আপনি-ই তাঁকে রক্ষা ক'রেছেন; এ উপকার জীবন থা'ক্‌তে ভুল্‌ব না।

মু-প। ও কথা ব'ল্‌বেন না মহারাজ—ভগবান্‌ই রক্ষাকর্ত্তা।

সুরু। দেবি! দিদির সকল কষ্টের কারণ আমি, সে কথা মনে হ'লে আর জীবন ধারণ ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় না। (নীরবে রোদন)

সুনী। (অঞ্চল দ্বারা সুরুচির চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া) কেঁদনা বোন্, তোমার দোষ কি? আমার-ই অদৃষ্টের দোষ, তুমি কি ক'র্‌বে বোন্।

মু-প। সুরুচি! আজ্ আমি বড় সুখী হ'লেম, তুমি নারী কুলের আদর্শ; সপত্নী ভাব বিস্মৃত হ'য়ে, আজ্ যে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন ক'র্‌ছ, এই সদ্ভাব যেন ভগবান্ চিরদিন রক্ষা করেন।

[প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! রথ প্রস্তুত—

সুনী। সখি! আবার কতদিনে তোমায় দেখ্‌তে পাব?

মু-প। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তোমাদের দেখে আ'স্‌ব।

রাজা। দেবি! এই পুণ্যস্থান তপোবন এত দিন সুনীতিকে আশ্রয় প্রদান করেছে, এই জন্য আমি মনে করেছি, সুনীতির আশ্রম যত্নে রক্ষা ক'র্‌ব—আর সময়ে সময়ে এখানে এসে সংসারের ক্লান্তি দূর ক'র্‌ব।

সুরু। মহারাজ! দিদি আর আমি-ও সেই সময় তোমার সঙ্গে আ'সৃব; এমন সুন্দর স্থান কখন দেখিনি।

রাজা। দেবি! এখন তবে আমরা বিদায় হই, আবার শীঘ্র এসে চরণ দর্শন ক'রৃব।

মু-প। মহারাজ! সংসারাশ্রম ত্যাগ ক'রে, এই বনবাসে এসেও মায়ার হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রৃতে পারিনি। এই ক বছর সুনীতিকে পেয়ে, আবার যেন নূতন সংসারে প্রবেশ ক'রেছিলেম; তায় আবার আপনাকে আর সুরুচিকে পেয়ে, এই কদিন বড় আনন্দেই কেটেছে; এখন আপনাদের— বিশেষ প্রিয়সখীকে বিদায় দিতে প্রাণ বড় কাতর হ'চ্ছে। (বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা)

[কয়েকটী বালকের প্রবেশ।

১ম বালক। (সুনীতির প্রতি) রাণি-মা! তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাবে?

সুনী। আবার আ'সৃব বাবা।

২য় বালক। আমি যাব—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মু-প। না বাবা, আজ্ যেতে নেই—আমি যে দিন যাব, সেই দিন তোমাদের নিয়ে যাব।

৩য় বালক। রাণী-মা গেলে, আমাদের খাবার দেবে কে ? আমি থা'কব না মা—আমি যাব।

১ম বালক। আমি-ও যাব—সেখানে গেলে ধ্রুবকে দেখ্‌তে পাব।

সুরুচি। দিদি! এ জগতে তুমি-ই ধন্য—তুমি-ই সুখী; শিশুর সরল প্রাণে-ও তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছে।

মু-প। চলুন মহারাজ, আমি-ই রথ পর্য্যন্ত আপনাদের রেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।—গোলকধাম।

বিষ্ণু শয়িত, কমলা বিষ্ণুর পদ সেবায় নিযুক্তা।

[দেবগণের প্রবেশ ও সমস্বরে স্তোত গান।

"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়,
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং,
তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপামঃ,
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।"

*উদ্ধৃত।

বিষ্ণু। (উপবেশন করিয়া) দেবগণ! অসময়ে কি কারণে বৈকুণ্ঠধামে আগমন ক'রেছ? পুনরায় কি মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা হ'য়েছে—না অন্য কোন প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় দেবলোকের শান্তি হরণ করেছে?

ইন্দ্র। (করযোড়ে) দয়াময়! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় শঙ্কিত হ'য়ে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি।

বিষ্ণু। কেন দেবরাজ! ধ্রুবের তপস্যায় তোমাদের আশঙ্কার কারণ কি?

ইন্দ্র। প্রভো! উচ্চপদ লাভের আশায় ধ্রুব শৈশবেই কঠোর তপস্যা আরম্ভ ক'রেছে। দিবারাত্রি অনন্যমনে সাধনা ক'রে ধ্রুবের পরমাত্মা শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন অদ্ভুত প্রভাশালী হ'চ্ছে, জানিনা ধ্রুব কোন্ দেবতার পদাকাঙ্ক্ষী। ভগবন্! সেই চিন্তায় অহর্নিশি অন্তর্দাহ হ'চ্ছে—প্রবল আশঙ্কায় চিত্তের শান্তি এককালীন অন্তরিত হয়েছে; দয়াময়! এখন আপনি অভয় প্রদান না ক'র্লে আমাদের আর উপায় নাই।

বিষ্ণু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শিশু ধ্রুবের অদ্ভুত ভক্তিডোরে আমি সত্যই বাঁধা প'ড়েছি;

কিন্তু দেবগণ! কোন-ও দেবতার পদলাভে ধ্রুবের আকাঙ্ক্ষা নাই। তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন কর, আমি অবিলম্বে ধ্রুবকে তার প্রার্থিত পদ প্রদান ক'রে, তপস্যা হ'তে নিবৃত্ত ক'র্‌ব।

ইন্দ্র। (করযোড়ে) দয়াময়! আপনার ঐ শ্রীমুখের আশ্বাস বাক্যে আজ দেবগণের হৃদয় শঙ্কা শূন্য হ'ল।

[কমলা ও বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া দেবগণের প্রস্থান।

কমলা। নাথ! এইত শুন্‌লেম, উচ্চপদ লাভের আশায় ধ্রুব কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করেছে; যদি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কি অন্য কোন দেবপদ লাভে তার আকাঙ্ক্ষা নাই, তবে দেব! আর কি এমন উচ্চপদ আছে ধ্রুব যার অভিলাষী?

বিষ্ণু। (ঈষৎহাস্যে) প্রিয়ে! ধ্রুবের সাধনা নিষ্কাম, আমার দর্শন লাভ-ই সাধুভক্তের উচ্চতম লক্ষ্য। আহা! শিশু কত কষ্টই সহ্য করেছে।

[নারদের প্রবেশ।

গীত।

নমঃ নমঃ নারায়ণ, ব্রহ্ম সনাতন,
ত্রিলোক কারণ, জগজ্জন-জীবন-ধন,
পরেশ পরমাত্মন।

অকূল ভব পয়োধি, তরঙ্গ বহে সুরঙ্গে,
তুমি হে ভরসা তাহে, নাবিক তুমি সুজন।
তুমি হে মঙ্গলময়, শান্তি সুখাশ্রয়,
ত্বংহি করুণাময়, পাতক বিনাশন ;
তুমি হে প্রাণেরি প্রাণ, বল বুদ্ধি তুমি জ্ঞান,
ভজন পূজন তুমি, ভরসা তব চরণ।

কমলা ও বিষ্ণু। এস বৎস ! সমস্ত কুশল ত ?

নার। ঐ যুগল মূর্ত্তি যার হৃদয়ে অহর্নিশি বিরাজ ক'র্ছেন, তার আবার অকুশল কোথা ?

বিষ্ণু। (ঈষৎহাস্যে) নারদ ! তুমিই আমার ভক্তপ্রধান।

নার। ভক্তবৎসল ! এ অধম দাসের হৃদয়ে এতদিন ঐ অহঙ্কার ছিল, কিন্তু ধ্রুবের অদ্ভুত হরিভক্তি দেখে, আমার সে অহঙ্কার দূর হয়েছে। দয়াময় ! ধ্রুব যে আপনার চরণ দর্শন লালসায় বড়ই কাতর হয়েছে।

বিষ্ণু। নারদ ! এতদিন আমি ধ্রুবের জন্যই বড় চিন্তিত ছিলেম, এখন সে চিন্তার কারণ দূর হয়েছে। আহা ! শিশুর পবিত্রমুখে মধুমাখা হরিনাম শুনে আমার হৃদয় বড়ই আর্দ্র হয়েছে ; নারদ ! সেই জন্যই আমি তাকে এমন পুরস্কার প্রদান ক'র্ব, যা এ পর্য্যন্ত কোন ভক্ত প্রাপ্ত হয়নি।

নার। দয়াময়! আপনার কৃপায় সকল-ই সম্ভবে। ধ্রুব আপনার এরূপ অনুগ্রহ লাভ করেছে শুনে আমি বড়ই সুখী হ'লেম।

বিষ্ণু। এখন চল নারদ, একবার ধ্রুবকে দর্শন দিয়ে তার চিত্তের পিপাসা নিবারণ ক'র্‌ব।

কম। নাথ! আপনার মুখে ধ্রুব-চরিত্র শুনে এমন ভক্তকে দেখ্‌বার জন্য আমার-ও মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

বিষ্ণু। প্রিয়ে! তোমার প্রস্তাবে বিশেষ সুখী হ'লেম; এখন তবে চল, অবিলম্বে মধুবনে গমন ক'র্‌তে হবে। এস নারদ! তোমার-ও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—মধুবন।

ধ্রুব।

ধ্রুব। (করযোড়ে—সুরে),

কোথা পদ্মপলাশলোচন! দেখা দেওহে;
ওহে অগতির গতি! দেখা দেওহে;
ওহে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! দেখা দেওহে,
দেখা দেওহে—দেওহে,
দাসে—দেখা দেওহে।

হরি! দয়াময়! এতদিন ধ'রে তোমাকে ডাক্‌ছি, একটীবার-ও দেখা দিলেনা? দেবর্ষি বলে গেছেন, এক মনে তোমাকে ডা'ক্‌লেই তুমি দেখা দেবে; তবে কি আমার ডাকা হয় নি?

গীত।

ওহে হরি হৃদ্‌বিহারী, দেখা কিগো দেবেনা,
আমি ডেকে ডেকে হ'লেম সারা, ক্ষীণ যে এ রসনা।
(আমি) কি করিব কোথায় যাব, কি ব'লে বল ডাকিব,
(আমায় ব'লে দেওহে দয়াময়,)
(তোমায় না দেখে প্রাণ বাঁচে না যে,)
(হরি! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ,)
(হরি) কিসে তোমার দেখা পাব, বলহে বলনা।

ওহঃ! দেখা দিলে না—দেখা দেবে না—তোমার দেখা পাব না!! হরি! সকলেই যে তোমাকে দয়াময় বলে, তবে এই নিরাশ্রয় বালকের প্রতি কেন নির্দ্দয় হ'লে? তোমার অদর্শনে যে আর প্রাণ ধারণ ক'রতে পারি না।

(গভীর ধ্যানমগ্ন ও কিয়ৎপরে নারদের প্রবেশ।)

নার। ধ্রুবরে! আ'জ তোমার জীবন সফল হ'ল; যে শ্রীহরির জন্য তুমি এত ব্যাকুল হয়েছ, তিনি আজ কমলার সঙ্গে একত্রে তোমাকে দর্শন দিলেন—দেখে একবার নয়ন সার্থক কর।

ধ্রুব। (নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক নারদকে প্রণাম)

কৈ দেব—কোথা হরি কমল লোচন ?

নার। হের বৎস ! সম্মুখে তোমার

নবীন নীরদ যেন বিজলীর সাথে—

লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে।

[চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিষ্ণু ও কমলার গরুড়ারোহণে আবির্ভাব ও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি। বিষ্ণু ও কমলার অবতরণ ও ধ্রুবের সম্মুখে আগমন।

বিষ্ণু।　　গীত।

ওরে ভক্তচূড়ামণি, দেখ্না আমি এসেছি রে,

তোর ভক্তি মাখা ডাকা শুনে, এসেছি দেখা দিতে তোরে।

(ওরে) এমন ভক্তি না থাকিলে, হরি কভু নাহি মিলে,

(ওরে এমন ভক্ত দেখিনারে)

(ওরে তোর মত আর পাবনারে)

(ও তোর ভক্তি দেখে আঁখি ঝোরে)

(এমন) প্রাণ ভরে না ডাকিলে, হরি দেখা দেয়না তারে।

ধ্রুব। (করযোড়ে) হরি—হরি—হ—রি—

[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন কালে কমলার ক্রোড়ে ধারণ।

নার। কি হ'ল—কি হ'ল !

কম। অনাহারে, অনিদ্রায়—কঠোর সাধনে,

আহা ! বাছা মোর শীর্ণকায় অতি,

সাধনার ধন আজি হেরিয়ে সম্মুখে

উল্লাসে উন্মত্ত প্রাণ—
তা-ই হেন অবসাদ।

[কমলা কর্তৃক ধ্রুবের মস্তকাঘ্রাণ
ও চেতন পাইয়া ধ্রুবের উত্থান।

বিষ্ণু। (ধ্রুবের প্রতি) বৎস—
পাঞ্চজন্য শঙ্খ এই—কর পরশন,
শক্তির সঞ্চার পুনঃ হইবে এখনি।
[ধ্রুবের মস্তকে শঙ্খ স্পার্শন।

ধ্রুব। (উঠিয়া জানুপরি উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে)
(সুরে) জয় জনার্দ্দন, ব্রহ্ম সনাতন,
জগত জীবন হে;
জগত কারণ, জগত তারণ,
সৃজন পালন হে।
বিশ্ব বিমোহন, নিত্য নিরঞ্জন,
পতিতপাবন হে;
তুমি সারাৎসার, ত্রিগুণ আধার,
তুমি পরাৎপর হে।
প্রাণেরি প্রাণ, হৃদয়-ধন,
ভকতবৎসল হে;
যদি দেখা দিলে, অধমে তারিলে,
রে'খ শ্রীচরণে হে।

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।

বিষ্ণু। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধ্রুবকে উত্তোলন)
কহ বৎস! কি বাসনা তব?
অদ্ভুত ভক্তির ডোরে বাঁধিয়াছ মোরে—
ভক্তাধীন আমি;
মাগ বর—যাহা ইচ্ছা হয়,
এখনি তা করিব পূরণ।

ধ্রুব। দয়াময়—
কিঙ্করের প্রতি কৃপা যদি এত,
এই ভিক্ষা দেও নাথ,
অনুক্ষণ থাক এ হৃদয়ে—
পাই যেন দরশন ও রাঙা চরণে সদা।

কম। বৎস!
ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুমি—হরি তব হৃদয় বিহারী,
ভক্ত ছাড়া কভু নাহি থাকেন শ্রীহরি;
মাগ অন্যবর—যাহা ইচ্ছা তব।

ধ্রুব। এত দয়া যদি অধম দাসের প্রতি,
বল তবে নাথ—দিবে দরশন
ও রাঙা চরণে, দুঃখিনী মায়েরে মোর।

বিষ্ণু। বৎস!
নাহি চাহ এই বর,
অন্য যাহে থাকে আশ—মাগহ এখনি,
অনাসে পুরাব তাহা।
সুনীতি জননী তব, পাবে দরশন
জন্মান্তরে।

কম। (বিষ্ণুর প্রতি)

দয়াময় তুমি হরি! কর দয়া—

পুরাও ভক্তের আশা—

দিয়ো তায় দরশন।

বিষ্ণু। (সহাস্যে) তথাস্তু—

আর-ও শুন বৎস!

ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুমি রে আমার,

বড়ই পীরিতি আমি পাইনু অন্তরে

পেয়ে তোমাহেন ভক্ত ধনে।

যাও বৎস! রাজ্যপদ পাইবে সকলি—

কর সুখে প্রজার পালন;

ছত্রিশ হাজার বর্ষ হইলে বিগত,

জননী সুনীতিসহ

যাবে তুমি ধ্রুবলোকে—

দেবতা দুর্লভ স্থান

নির্ম্মিয়াছি আমি, তোমা তরে।

ধ্রুব। (করযোড়ে) প্রভু!

শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান—শ্রীচরণ আশে

শৈশব বয়সে কাঁদিয়ে কাটাই কাল—

শ্রীচরণ বিনা কিছু নাহি জানি আর।

রাজ্য নাহি চাই—রাজ্যে নাহি অভিলাষ,

রাজ্য, ধন, জন—সকলি আমার তুমি;

তুমি মাতা,—তুমি পিতা—

তুমি বন্ধু—তুমি ভ্রাতা,
তোমা ভিন্ন অন্য গতি নাই।
বড় সাধ মনে, রাজীব চরণে
হৃদি-সিংহাসনে, বসাইয়ে করি পূজা।

বিষ্ণু। বৎস ধ্রুব! তোমার নিষ্কাম ব্রত দেখে আমি বড় সুখী হ'লেম। যাও বৎস! কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে, এই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার কর। ভক্ত-চূড়ামণি! আমি তোমার ভক্তিডোরে বাঁধা পড়েছি, অহর্নিশি তোমার হৃদয়ে বিরাজ ক'র্ব। (নারদের প্রতি) নারদ! তুমি ধ্রুবকে লয়ে অবিলম্বে রাজধানীতে গমন কর।

[বিষ্ণু ও কমলার গরুড়ারোহণে অন্তর্দ্ধান।

নার। বৎস! তোমার সাধনার ধন লাভ হয়েছে, এখন চল, তোমার পিতা মাতা বড় কাতর হ'য়েছেন, একবার দেখা দিয়ে তাঁদের তাপিত প্রাণ শীতল ক'র্বে।

ধ্রুব। গুরুদেব! হরি ব'লেছেন—যখন-ই আমি তাঁকে ডা'ক্‌ব, তখন-ই তিনি দেখা দেবেন; কিন্তু দেব! মনে বড় ভয় হয়, পাছে আমার প্রাণের প্রাণ হরিকে আর না দেখ্‌তে পাই।

নার। (ঈষৎহাস্যে স্বগতঃ) হরি-গত শিশুর প্রাণ, তাঁর অদর্শনে এখন-ই উতলা হ'য়েছে!! (প্রকাশ্যে) বৎস! আর বৃথা চিন্তা ক'র না, ভগবানের বাক্যের অন্যথা হবে না।

ধ্রুব। ঋষিরাজ! আমার মন যে প্রবোধ মানেনা; আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটীবার তাঁকে ডেকে দেখি।

(সুরে) কোথা হরি—দীননাথ—দীন দয়াময়,
দেখা দেও এ দাসেরে, হইয়ে সদয়।

(বিষ্ণুর পুনরাবির্ভাব।

বিষ্ণু। (সুরে) কেন বৎস, কি কারণে ডাক পুনরায়।

ধ্রুব। (করযোড়ে) ক্ষম দাসে দয়াময়!
দেখিলাম পুনরায়—
পাব কিনা দরশন, ও পদ যুগলে,
যখনি কাতর হবে হৃদয় আমার
তব অদর্শনে।

বিষ্ণু। (সহাস্যে) দিব দরশন—যখনি ডাকিবে তুমি।

[বিষ্ণুর অন্তর্ধান।

ধ্রুব। (নারদের প্রতি) গুরুদেব! তোমার-ই কৃপাগুণে, আজ্ আমি বড় আশার ধন শ্রীহরির দর্শন পেলেম।

নার। ধ্রুবরে! আর তুমি আমাকে গুরু ব'লনা। তুমি বৈষ্ণবের চূড়ামণি—সাধকের আদর্শস্থল; তোমার নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের অদ্ভুত ভক্তি বলে-ই, আজ্ তুমি ভক্তবৎসল শ্রীহরির দর্শন লাভ ক'রেছ। তোমার দৃঢ় হরিভক্তির পুরস্কারের জন্যই দেবদুর্লভ ধ্রুব-লোক নির্ম্মিত হয়েছে। বৎস! তোমার অসীম ভক্তির বলে-ই সেই অনাদি অনন্ত অব্যক্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীমধুসূদন তোমার হৃদয়ে অহর্নিশি বিরাজ ক'র্‌ছেন। ধ্রুবরে! ভক্তি কাকে বলে, তা তোমার-ই কাছে শিক্ষা লাভ করেছি, ভক্তিযোগে তুমি-ই আমার গুরু। এখন চল বৎস! অবিলম্বে বৈকুণ্ঠনাথের আদেশ পালন ক'র্‌তে হবে।

[ধ্রুবের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।—রাজবাটী, অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

সুনীতি ও সুরুচি।

সুরু। স্বপ্নের কথা শুনে আমার-ও প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। আমার জন্য তুমি ধ্রুবহারা হয়েছ; দিদি! তোমার ভালবাসা, আর তোমার প্রতি আমার অন্যায় ব্যবহারের কথা একত্র মনে হ'লে, মনে বড় যাতনা উপস্থিত হয়। তুমি ক্ষমা ক'রেছ—মহারাজও

ক্ষমা ক'রেছেন, কিন্তু হতভাগিনী বুঝি তখনকার মত সুখের মুখ আর দেখ্‌তে পাবে না।

সুনী। কেন বোন্ এমন কথা ব'ল্‌ছ? বিধাতার নির্ব্বন্ধেই মানুষে সুখ দুঃখ ভোগ করে, তুমি তা কি ক'রে নিবারণ ক'র্‌বে বোন্?

সুরু। আমি-ও কখন কখন ঐ কথা ভাবি, কিন্তু মন-ত কিছুতেই প্রবোধ মানে না। দিদি! আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? (বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা)

সুনী। ছি বোন্! ও সব কথা কি মনে ক'র্‌তে আছে? গৃহাশ্রমে এমন কত দুর্ঘটনা হ'য়ে থাকে, তা ব'লে কি সকল কথা মনে পুষে রাখ্‌তে হয়?

সুরু। দিদি! তুমি যদি আমাকে ভাল না বাস্‌তে—তুমি যদি আমাকে সতিনের মত দেখ্‌তে, তাহ'লে হয়ত আমার এত কষ্ট হ'ত না।

সুনী। কেন তোমাকে ভাল বা'স্‌ব না বোন্? পতিসেবায় আমার যেমন অধিকার, তোমার-ও তেম্‌নি অধিকার। পতি-ই স্ত্রীর পরম দেবতা, পতি যাতে সুখে থাকেন, তা দেখাই স্ত্রীর ধর্ম্ম; মহারাজ যখন তোমাকে ভাল বাসেন, তখন আমি পতির সে আদরের ধনে কেন অযত্ন ক'র্‌ব?

সুরু। মহারাজ বলেন তুমি দেবী—দিদি! তুমি সত্য সত্যই দেবী! পতিভক্তি কাকে বলে, তা এ জগতে তুমি-ই জেনেছ।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। (সহাস্যে) কি কথা হ'চ্ছে সুরুচি?

সুরু। গত রাত্রিতে একটী দুঃস্বপ্ন দেখে দিদি বড় কাতর হ'য়েছেন।

রাজা। কি স্বপ্ন রাণি?

সুনী। শুন রাজা অপূর্ব্ব স্বপন-কথা;
গত নিশি অবসানে, গভীর নিদ্রায়
যবে ছিনু অচেতন—হেরিলাম যেন
নবজলধর শ্যাম মোহন মূরতি—
পরিধান পীতাম্বর—গলে বনমালা—
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি ভুজে,
দাঁড়ায়ে শিয়রে কহিলেন ডাকি—
"উঠ রাণি! ত্যজিয়ে শয়ন এবে,
দেখ অই, অদূরে দাঁড়ায়ে
নয়নের মণি—ধ্রুব তব,
কঠোর তপস্যা ফলে জীব হীন প্রায় এবে;
লও কোলে—কর তার জীবনী সঞ্চার।"
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর—মেলিনু নয়ন,
কিছুই না দেখি আর।

করিনু যতন কত ঘুমাইতে পুনঃ,
আশা হৃদে—যদি দেখি তায় ;
বিফল সকলি হায়,
কেঁদে ওঠে প্রাণ, স্মরিলে সে সব কথা।

(বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা।

রাজা। সম্বর রোদন রাণি !
ধ্রুব হারা হয়ে, দহিছে হৃদয় অহরহঃ
ঘোর চিন্তানলে—তুষানল সম,
তারি ফলে দেখেছ স্বপন তুমি ;
স্বপনের কথা—রোগীর প্রলাপ সম,
কভু নাহি সত্য হয়।

সুনী। (সরোদনে) মায়ের যে ব্যথা, কি বুঝিবে তুমি নাথ ?
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে
পাইনু সে ধ্রুব ধনে ;
কত কষ্টে লালিনু পালিনু তায় বনবাসে,
ভুলেছিনু মরম বেদনা যত লয়ে তারে,
পোড়া বিধি তাতেও সাধিল বাদ !
দুধের বালক বাছা মোর—
নিদারুণ মনস্তাপে গেলা বনে
তপস্যার তরে।
আহা ! বাছা মোর অনাহারে অনিদ্রায় করে তপ—
কতই যাতনা সহে প্রাণে,
আমি অভাগী জননী—আছি সদা রাজভোগে।

রাজা। ত্যজ খেদ রাণি!

সকলি বিধির খেলা—দৈবগতি রোধে সাধ্য কার?

[কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। মহারাজ! দেবর্ষি নারদ কনিষ্ঠ রাজকুমারকে লয়ে এসেছেন।

সুনী। (শশব্যস্তে উঠিয়া সরোদনে)

কৈ—কোথা ধ্রুবমণি?

দেখাও—দেখাও তারে,

বিলম্ব না সহে আর।

গীত।

এলি কিরে বাপ্, আমার নয়নমণি,

মুছাতে নয়নে।

আয় আয়রে কোলে, ডাক্‌রে মা ব'লে,

মধুমাখা বোলে জুড়াবে পরাণ ;

বিষম অনলে, দিবানিশি জ্বলে প্রাণে।

পেয়ে কোলে তোরে, যাতনা মাঝারে,

ভুলেছিনু সবে, মুছি আঁখি নীরে,

কেন রে জ্বালিলি পুনঃ,

প্রবল অনলে, দুঃখিনী জননী-প্রাণে।

[ধ্রুবের প্রবেশ।

গীত।

ধ্রুব।

মা—মা, কাঁদিস্ না, কাঁদিতে আর হবে না,
(এই) এল তোর ধ্রুবমণি।
(একবার) নে মা আমায় কোলে তুলে,
ডাক একবার ধ্রুব ব'লে,
(আমি) পেয়েছি মা নীলকান্তমণি।

সুনী। (ধ্রুবকে ক্রোড়ে ধারণ ও মুখচুম্বন) ধ্রুবরে—দুঃখিনীর নয়নমণি! এতদিনের পর কি তোর অভাগিনী জননীকে মনে প'ড়েছে? অনাথিনী জননীকে কোন্ প্রাণে বনে ফেলে গেলি? আমার চ'খে একবিন্দু জল দেখ্‌লে যে তুই ব্যাকুল হ'তিস্, যাদুমণি! তোকে না দেখে চক্ষু যে দিবানিশি সহস্র ধারে বর্ষণ ক'রেছে! তা কি একটীবার-ও মনে হ'তনা?

ধ্রুব। মা-গো! তুমি অসার মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে সার কথা ভুলেছিলে। তুমি কার—কে তোমার? সন্তানের মায়া ক দিনের জন্য মা? ও মা! তুমিই-ত ব'লেছিলে, হরি-ই সার আর সব-ই অসার। আমি সেই সার ধনে পাবার জন্য অসার মায়াকে পরিত্যাগ ক'রেছিলেম।

সুনী। আমি-ত বাবা, শ্রীহরির সাধনা ক'র্‌তে তোমাকে নিষেধ করিনি ; তুমি দুধের ছেলে ব'লে কিছু দিন বিলম্ব ক'র্‌তে বলেছিলেম, তা না শুনে মায়ের প্রাণে ব্যথা দিলে কেন ?

ধ্রুব। মা-গো! শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য যে এই নশ্বর দেহের ধর্ম্ম মা! কিন্তু দেহাশ্রিত পরমাত্মা যে নিত্য ; তবে কেন দুঃখময় অসার সংসারে আবদ্ধ হ'য়ে বৃথা সময় নষ্ট ক'র্‌ব ? মা-গো! যে দিন যায় তা-ত আর ফিরে আসে না।

[নারদের প্রবেশ ও সকলের নারদকে প্রণাম।

নার। (সুনীতির প্রতি) মা! তুমি বড় পুণ্যবতী, তা-ই ধ্রুবকে গর্ভে ধ'রেছ। (রাজার প্রতি) মহারাজ! ধ্রুব আপনার বংশের উজ্জ্বল রত্ন—বৈষ্ণব-কুলের চূড়ামণি। অদ্ভুত ভক্তির বলে, শৈশবে-ই সেই ভক্তবৎসল শ্রীহরির চরণ দর্শন লাভ ক'রেছে।

রাজা। দেবর্ষি! আজ্ আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না—আজ্ আপনার চরণকৃপায় আমার হারানিধিকে ফিরে পেলেম। (ধ্রুবের প্রতি) ধ্রুবরে! সেই একদিন—আর এই একদিন!! যেদিন তোমার পাষণ্ড—নৃশংস পিতা তোমার কোমল প্রাণে নিদারুণ আঘাত প্রদান ক'রেছিল, সেই কাল দিনের স্মৃতি

তার পাষাণ হৃদয়কে চূর্ণীভূত ক'রেছে—পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে, এখন এস বাপ্! একবার কোলে এসে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। (ধ্রুবকে ক্রোড়েধারণ)

সুরু। বাবা! আমি পাপিয়সী—আমি-ই সকল অনর্থের মূল—আমার জন্যই তোমার জননী বনবাসিনী হ'য়েছিলেন—আমার জন্যই তুমি মর্ম্মাহত হ'য়ে শৈশবেই তপস্যার নিদারুণ ক্লেশ সহ্য ক'রেছ। বাবা! আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে, এখন তুমি ক্ষমা কর—একবার চাঁদমুখে মা ব'লে ডেকে আমার হৃদয়ের কণ্টক দূর কর।

ধ্রুব। ছোট মা! জননী আমাকে গর্ভে ধারণ ক'রেছেন—কত কষ্টে লালন পালন ক'রেছেন, কিন্তু মা! তুমি যে আমাকে দেবদুর্লভ রত্ন দিয়েছ। মা গো! তোমার মত উপকারিণী জগতে যে আর কেউ নাই মা—

রাজা। ঋষিরাজ! আজ্ এই মহা আনন্দের দিনে, আপনার সমক্ষে ধ্রুবকে রাজপদে অভিষেক করি এই আমার একান্ত বাসনা।

নার। এ অতি উত্তম সংকল্প মহারাজ!

রাজা। তবে আমি মন্ত্রীকে অবিলম্বে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন ক'র্‌তে উপদেশ প্রদান করিগে ; ছোট রাণি! তুমি-ও এদিকের সকল উদ্যোগ কর।

নার। চলুন মহারাজ! আমি-ও যতদূর পারি, এই শুভ কার্য্যে আপনাদের সহায়তা ক'র্‌ব।

[একদিকে নারদ ও রাজা, অপর দিকে সুরুচির প্রস্থান।

সুনী। হরিকে কেমন দেখ্‌লে বাবা ?

ধ্রুব। গীত।

মন মোহন, নয়ন রঞ্জন,
কোটী শশী জিনি, চারু বদন।
কিবা রূপ মনোহর, শ্যামল সুন্দর,
নব জলধর বরণে ;
সে যে চতুর্ভুজ হরি, পীতাম্বরধারী,
(আঁখি ভুলিল ভুলিল, অপরূপ রূপ হেরে)
সুধামাখা হাসি অধরে।
শিরে চাঁচর চিকুর, মরি কি সুন্দর,
(হেন রূপ দেখি নাই দেখি নাই)
নাসামতি মরি কিবা দোলে।

(চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান ও কিয়ৎপরে)

ধ্রুব। মা! হের ঐ নারায়ণে——

সুনী। কৈ বাবা, আমি-ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

ধ্রুব। (স্বগতঃ) আবার ছলনা কেন—হরি? (প্রকাশ্যে) মা! আমাকে একবার কোলে নেও; (সুনীতির ক্রোড়ে উঠিয়া) মা! এখন একবার আমার সঙ্গে হরি বল দেখি, তা হ'লে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।

উভয়ে। (সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[অদূরে ছায়া মূর্ত্তিতে বিষ্ণুর আবির্ভাব।

সুনী। (করযোড়ে) গীত।

প্রাণ ভ'রে দেখ্‌রে আঁখি
এমন দিন আর পাবিনারে,
জীবের জীবন অধম তারণ
অদূরে অই দেখনারে।
অগতির গতি হরি, ত্রিলোকের অধিকারী,
মিনতি চরণে স্থান, দিয়ো অন্তে এ দাসীরে।

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

বিষ্ণু। রাজ-মাতা হ'য়ে রাজ্যে থাক
ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসর,
তদন্তর ধ্রুবলোকে করিবে গমন,
দরশন পাবে তথা——

[বিষ্ণুর অন্তর্ধ্যান।

সুনী। ধ্রুবরে! সার্থক তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছিলেম; আজ্ তোমা হ'তে শ্রীহরির চরণ দেখ্‌তে পেলেম।

[রাজ পরিচ্ছদ লইয়া সুরুচির প্রবেশ।

সুরু। দিদি! অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হ'য়েছে। (ধ্রুবের প্রতি) ধ্রুব! এস বাবা, আমি স্বহস্তে তোমাকে রাজ পরিচ্ছদ পরিয়ে দেব। (সুরুচির সাহায্যে ধ্রুবের বেশ পরিবর্ত্তন) এখন চল দিদি! ধ্রুবকে নিয়ে সভামণ্ডপে যাই—সকলে অপেক্ষা ক'র্‌ছেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।—রাজসভা।

নারদ, রাজা, উত্তমকুমার, পারিষদগণ, নাগরিকগণ। মধ্যস্থলে সুসজ্জিত সিংহাসন, উভয় পার্শ্বে চামরধারিণীদ্বয়, পশ্চাতে রাজছত্র হস্তে ছত্রধারিণী।

[ধ্রুবকে লইয়া সুনীতি, সুরুচি ও সখীগণের প্রবেশ।

রাজা। (ধ্রুবের হস্তধারণ করিয়া) প্রজাগণ! আজএই শুভদিনে শুভক্ষণে যুবরাজ ধ্রুবের প্রতি

তোমাদের পালনের ভার প্রদান ক'রে আমি অবসর গ্রহণ ক'র্‌ব। তোমাদের অকৃত্রিম রাজভক্তি আমি কখন ভুলতে পা'র্‌বনা, আশা করি তোমাদের নূতন রাজার প্রতি-ও সেইরূপ রাজভক্তি প্রদর্শন ক'র্‌বে।

[সিংহাসনে বসাইয়া ধ্রুবের মস্তকে মুকুট ও হস্তে রাজদণ্ড প্রদান। স্বর্গ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি।

রাজা। বৎস ধ্রুব! প্রজাই রাজার মঙ্গল—প্রজাই রাজার সম্ভ্রম—প্রজাই রাজার ঐশ্বর্য্য; এই জন্য প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় পালন ক'র—তাদের সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ বোধ ক'র। বিনয়, ঔদার্য্য, ক্ষমা এই মহৎ গুণত্রয় অবলম্বনে ন্যায় ও ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হ'য়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ক'র।

নার। বৎস ধ্রুব! আজ্ তোমার নূতন সাধনা আরম্ভ হ'ল। যেমন একাগ্রচিত্তে সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির সাধনা ক'রে তাঁকে লাভ ক'রেছ, সেইরূপ একাগ্রতার সহিত রাজধর্ম্ম পালন ক'র।

ধ্রুব। পিতঃ! গুরুদেব! আপনাদের সাধু উপদেশ আমার শিরোধার্য্য; রাজকার্য্য সাধনে এই উপদেশ ইষ্টমন্ত্র স্বরূপ জ্ঞান ক'র্‌ব। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! এ সংসারে সকলই অসার, কেবল মাত্র ধর্ম্মই সার।

যাতে রাজা প্রজা সকলেই সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ ক'র্‌তে পারে—যাতে ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পায়, তার-ই জন্যে ব্যবস্থা অগ্রে আবশ্যক। নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে—পল্লিতে পল্লিতে হরিমন্দির স্থাপনা কর; স্থানে স্থানে অতিথিশালা, অনাথ-নিবাস স্থাপিত হউক, মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন ক'রে ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম সংস্থান পক্ষে সহায়তা কর।

সকলে। সাধু—সাধু।

মন্ত্রী। আপনার সাধু ইচ্ছা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হবে।

নার। ভাই সকল! এই মহা আনন্দের দিনে এস রাজা প্রজা সকলে মিলে একবার সেই দয়াময় শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করি।

হরি সংকীর্ত্তন।

আয় সকলে, হৃদয় খুলে, ডাক্‌রে শ্রীহরি,
তিনি ভবের কারণ, ভব তারণ, ভব কাণ্ডারী।
ও যে ভবনদী, (ও তায় তুফান বড়)
(ও তায় বিপদ কত) (আয় পার হবি যদি)
বিনে সেই কাণ্ডারী; কোন্ কাণ্ডারী পার করে তরি।

যবনিকা পতন।